একা এবং একাকিত্ব

একা এবং একাকিত্ব

মাহবুব সাঈদ মামুন

সহজ প্রকাশ

সহজ

প্রকাশক ○ মো. শাহজাহান শান্ত
সহজ প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ○ ০১৫৬৭-৮৬১০৯৩

একা এবং একাকিত্ব
মাহবুব সাঈদ মামুন

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ ○ জুলাই ২০২৩
প্রচ্ছদ ○ রাজীব দত্ত
বর্ণবিন্যাস ○ শাওন কম্পিউটারস্
মুদ্রণ ○ বাকো অফসেট প্রেস, সুত্রাপুর, ঢাকা ।

বাংলাদেশ পরিবেশক
গ্রন্থরাজ্য, ৩৮/৪ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভারতে পরিবেশক ○ বই বাংলা স্টল ১৭, ব্লক-২, সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ○ মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক,
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ○ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন,
কানাডায় পরিবেশক ○ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফ্টস ২৯৭০ ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরেন্টো
অনলাইন বুকশপ ○ www.rokomari.com/sohajprokash

Eka-ebong-Ekakitto
by Mahbub Syeed Mamun
Published by Md. Shajahan Shanto, Sohaj Prokash
38/4 Banglabazar Dhaka 1100, Bangladesh.
Mobile : 01567-861093
E-mail : sohajprokash@gmail.com
Price : BDT. 275.00 Only. US $ 10.00. £ 9.00

মূল্য : ৳ ২৭৫.০০ মাত্র

ISBN 978-984-96827-=

ঘরে বসে সহজ প্রকাশ-এর সকল বই পেতে ভিজিট করুন : www.rokomari.com/sohajprokash
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

ড. অজয় রায়, অভিজিৎ রায় ও অনন্ত বিজয় দাশ

কৃতজ্ঞতা

বন্যা আহমেদ, জাহাঙ্গীর আলম ও অঞ্জন আচার্যের সহযোগিতা ও উদ্দীপনা ছাড়া এই বই আদৌ আলোর মুখ দেখত কি না, সন্দেহ।

পূর্বকথা

মাহবুব সাঈদ মামুন মুক্তি চান। লিখছেন, 'জীবনপথের সকল গ্লানির/ সকল ক্লেদাক্ত জড়তার/ সকল সংকীর্ণতার মুক্তি চাই আমি।' মুক্তির পথ খুঁজছেন, কিন্তু তাঁর 'চিন্তার সাথে জীবনের হিসাব মিলে না যেন আর/হিসাব মিলে না কারো সাথে...।'

মানুষের এই বিচ্ছিন্নতাবোধ নতুন নয়, কিন্তু মাহবুব সাঈদের আর্তি অস্তিত্বের অর্থহীনতার সংকটের আর্তি। তিনি জানেন 'সূর্য, তারার মেলাতে/ বিরাজমান যত কিছু আছে ধরণিতে, মহাবিশ্বে,/ কণা, অণুকণা, পরমাণু সেসব মানুষ বহন করে তার শরীরে।' কিন্তু তার মাঝে যে প্রাণের উৎপত্তি সে 'মরে যায় বলেই কি বেঁচে থাকার এত প্রেরণা?' একটি টুনটুনি ছানার অকাল মৃত্যুতে তাঁর প্রশ্ন 'বিড়ালটি কেন এমন হিংস্র দানব হয়ে উঠল?'

হেমিংওয়ে বলেছিলেন, 'সাহিত্যসৃষ্টির জন্য তোমাকে শুধু একটি সত্য বাক্য লিখতে হবে।' মাহবুব মামুন কোনো কিছুকে আড়াল করেননি, প্রতিটি ছত্রই তার সত্য-উচ্চারণ– 'শেষতক ছুটে চলে জীবন তীর বেগে/ নির্দ্বিধায় মৃত্যুর মিছিলের নিশানায়।' এই সত্য-উচ্চারণই তাঁকে করেছে কবি।

দীপেন ভট্টাচার্য

সূচি

অবিনশ্বর
বেদনা-সুখের বালুচরে
মৃত্যুর ছায়া এবং বিদায় ২০২২ সাল
মূল্যহীন মুল্লুক
উড়তে থাকা বালক
বিক্ষিপ্ত মন, স্মৃতিহীন স্মৃতি
কবিতার কবি অথবা কবির কবিতা
বোকা ভাবনা
হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ভালোবাসারা
প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খেলা
তুমি আছ বলেই
খ্যাত-বিখ্যাত
ঝরে পড়ে
সবকিছু ভেঙে পড়ে
প্রেমের আলিঙ্গন
অবিরাম খেলা চলে
জীবন
জন্মের ঋণ
কবি
মা
দুরন্তপনা
৩টি খণ্ড কবিতা
একা এবং একাকিত্ব
শূন্যতে মিলিয়ে যাওয়া
ভালোবাসাও, শূন্যে হাওয়া হওয়া
কবিতা লেখার খায়েশ
ভাবের মিলন

চাঁদনি রাত
ছুটে চলা আর তলিয়ে যাওয়া
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
সৌন্দর্য, এবং
শূন্যতায় গ্রাস
ভালোবাসার সন্তান
তবুও কবিতা লেখে মানুষ
শোক ও ভুল
কে আছে ওই সুদূর ওখানে
জীবনমুখিতা ও অন্ধকার
শক্তির ক্ষয় আর নিরন্তর দ্বন্দ্ব
মনোবাসনা
অস্তিত্বের লড়াই এবং মানবজাতি
মৃত্যুর নিশানা
আমাদের বুবু, আমাদের বাতিঘর
ছিল এবং নাই
একটি টুনটুনি ছানার অকাল মৃত্যু
ট্রেনযাত্রী
আলোকবর্তিকা ‘হাইপেশিয়া’
মান-অভিমান
তানিয়া
নিঃসঙ্গ বকপাখিটি
সম্পর্কের খেলা
ভালোবাসাবাসি
ভালোবাসার ভেলা
হঠাৎ দেখা
ভালোবাসা কারে কয়

খোঁজে মরা
সভ্যতা এবং আদিমতা
প্রকৃতির বিভিন্নতা
ইতিবাচক, নেতিবাচক
যুদ্ধ ও শান্তি
অনর্থকতা ও অর্থকতা
মধুগড়ের প্রেম
অসময়
সক্রেটিস থেকে হারারি
মুক্তি চাই

হিংস্রতায় ভরপুর
ভুল আর শুদ্ধ
তাণ্ডবলীলা ও হিংস্রতা
ব্যথার সাথে বসবাস
দূরত্ব
হঠাৎ চমকে যাওয়া
স্বপ্ন দেখা
শত্রুতা ও ঘৃণাবোধ
নতুন প্রযুক্তি আর সূর্যমামার কারসাজি

অবিনশ্বর

লিখি, শব্দের পর শব্দ
লিখে কী হয় জানি না।
শব্দের রাজ্য মাথায়
দিগ্‌বিদিক উড়ে বেড়ায়
যেন আকাশের সাদা-কালো মেঘ,
শ্রাবণের বৃষ্টি
ক্ষণকাল পর তার রেশ থাকে না।
কিছু মনে থাকে না
কারও নাম, সাল, তারিখ
খ্যাত বা অখ্যাত।

কোথায় আছি, কেন আছি
কী জন্য আছি
কূলকিনারা নেই
আমি অসময়ের যাত্রী।

কিছু কি শব্দ লেখার কথা
ভাবি আমি
ভাবতে ভাবতে হই দিশেহারা
ভাবের জগতে
শঙ্কিত করে কালো ভয়।
যে শব্দ খুঁজে পাই বেলা-অবেলায়
এ ভাবের শব্দখেলা কেন হয় আমার?
স্মৃতিভ্রম হয়েছে কি
মস্তিষ্কের নিউরনে কে থাকে বসে?
মানস-তরঙ্গে ভেসে ভেসে
কী সব শব্দ আসে মনে
আলোর প্রতিবিম্ব হয়ে থাকি আমি
যেন বাস্তবতার প্রতিচ্ছায়া।

কী যেন হারিয়েছে,
শুধু খুঁজে খুঁজে ফিরি
চিন্তার মহাসাগরে
আমি কি এক স্মৃতিহারা পথিক
সবই ভুলে যাই
সবই হারিয়ে ফেলি
মস্তিষ্কের বিলিয়ন বিলিয়ন কোষ
তবুও আমাকে চালায়
হেঁটে যাই ভ্রান্তির মেঠো পথে।
মস্তিষ্ক কেন এত নিঠুর প্রেমের
বেরসিক আধার
কী সুখ পায় সে আমাকে নিয়ে
নাকি এগুলো নিছক
জিন-হরমোনের খেলা
নাকি কেউ খেলে
ওই সুদূর নীহারিকায় বসে
নিরন্তর অর্থহীন।

আমার তাহলে কিছুই করার নেই।
যেন আমি উত্তাল স্রোতের ভাসমান কচুরিপানা,
অথবা সদ্য জন্ম নেওয়া বালিহাঁসের ছানা
আমি শুধু ভাসি আর ভাসি।

ভাসতে ভাসতে নদী পার হয়ে
সাগরে-মহাসাগরে এসে পড়ি
যেখানে আমি বিলীন হই
আরও জলে, মিশে যাই অন্তরালে।
যেখান থেকে একদিন আমি এসেছিলাম
সেখানেই লীন হই,
আবার হই না।

আমি মহাকালের অন্ধকারে ভেসে বেড়াই
যার কোনো শুরু নেই, আবার শেষও নেই।
সময়ের স্রোতে আমি তাই অবিনশ্বর।

১৯.০৫.২০২০

বেদনা-সুখের বালুচরে

হাবুডুবু খায় মন
অনবরত বেদনায়
ছটফট করে সারাক্ষণ,
চুরমার হয় ভেঙে
যেন অযুত-নিযুত কাচখণ্ড,
আজীবন বেদনার করুণ সুর বেজে ওঠে প্রাণে।

মন কেন চঞ্চল ঘাসফড়িং
উড়ে বেড়ায় বেলায়-অবেলায়
ফাগুনের উদাসী হাওয়ায়
ভরে তোলে জীবন
ছন্দময় কি এলোমেলো।

জীবন বয়ে চলে জীবন-দরিয়ায়
উত্তাল ঢেউয়ের তীব্র যাতনায়
কাতরায় সারাক্ষণ, অথবা
ক্ষণিকের আনন্দ আর সোহাগে।
না জানা, না বোঝার জীবনে
কত অযুত অজুহাত
উত্তর সেগুলোর পাওয়া বহুদূর।

কোটি সঙ্গমরত নারী-পুরুষ করেছে বীর্যপাত
জীবন সৃষ্টি না করে জলে ধুয়ে গেছে তা।
আমি এক নিতান্ত কাকতালীয় শিকার
এর মধ্যে, আজ আহত যন্ত্রণায় মুহ্যমান।

জ্বলেপুড়ে অঙ্গার দেহ-মন
ছারখার, বিরানভূমি

স্থির হতে চায় না মন কোথাও
দাবাখেলার চক্রের করতলে জীবন।

বুদ্ধির মিল নেই চিন্তার আর মনের জগতে
এক একটা বুদ্ধি যেন মানুষখেকো দানব
সামনে যাওয়ার পথ দেখায় অনবরত
যে পথ নিকষ অন্ধকার আর ভুলভ্রান্তির
খাঁ খাঁ শূন্য মেঠো পথ।

কমবেশি বুঝি সবার এমনই জীবন
সারাক্ষণ দোলায়মান বাস্তব আর অবাস্তবতায়
সুখ আর দুঃখের কাব্যে নিয়ত নিমজ্জন।

প্রেম আর ভালোবাসার দোলায় চলে জীবন
টিকে থাকবে কতক্ষণ, তা জানে না কেউ
ফাঁকা হয়ে চলে অনবরত জীবনের চাকা
আঁকাবাঁকার অলিগলিতে যেন একটা নদী।

অতৃপ্তির পথ পাড়ি দেয় জীবন আজীবন
সীমাহীন বেদনার বালুচরে
অথবা ক্ষণিকের সুখের সাগরে।

২৫.০১.২০২৩

মৃত্যুর ছায়া এবং বিদায় ২০২২ সাল

সবকিছুরই শেষতক শেষ হয়ে যেতে হয়
একদা যেমন শুরু হয়েছিল, হচ্ছে অথবা হবে
গতকাল, আজ বা পরশু– যা চিরন্তন ।

জীবন বলি আর মহাবিশ্বের সৃষ্টি বলি
একদা শুরু হয় আবার শেষ হয়ে যেতে হয় ।
জন্মে হয়তো মনে খুব আনন্দের ঢেউ তোলে
মৃত্যুতে ভায়োলিনের বিষাদের করুণ সুর বাজে

আজ ২০২২ সাল আবারও মহাকালের গর্ভে বিলীন হচ্ছে
কাল থেকে নতুন বছরের গণনা শুরু হবে আবারও
এভাবে চলছে, চলবে
মানুষ যতক্ষণ টিকে থাকবে ধরণিতে ।

গত হয়েছে আজই আমারই স্বজন, চাচাতো ভাই আহমদউল্ল্যা, মাত্র ৬১
বছর বয়সে,
তার সাথে আমার কত স্মৃতি, কত স্মরণ!

আমার থেকে ৪ বছরের বড় সে
বড় হলেও আমরা একই ক্লাসের ছাত্র ছিলাম,
তাই তুই-তুকারি সম্পর্ক ছিল আমাদের ।

এমন নীরব আর সজ্জন মানুষ ছিল সে
কোনো দিন কারোর সাথে হয়নি জঞ্জাল
কী আজব ব্যাপার, কাল রাতেও তার কথা মনে হয়েছে,
তার কথা প্রায়ই মনে হতো আমার

কোথায় জানি তার প্রতি ভীষণ শর্তহীন উষ্ণ মমতা ছিল আমার
আজীবন ।
কেন এমন হতো?
অথচ ১৯৭৫ সালের পর থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন, দুজন দুই মেরুতে
আজ বিচ্ছিন্ন হলাম আমরা চিরকালের জন্য ।
২০২২ সাল গত হচ্ছে আর আমার স্বজন হারিয়ে গেছে
মহাকালের অতলান্ত অন্ধকার অসময়ের গর্ভে ।
একদিন সবকিছু এবং সবাইকে
হারিয়ে যেতে হয়, হবে যা শাশ্বত, চিরন্তন ।

৩১.১২.২০২২

মূল্যহীন মুল্লুক

মূল্য নেই শেষতক জন্মের
মূল্য নির্ধারণ করে মানুষ

কিছুরই মূল্য নেই জীবনে
মূল্য নির্ধারণ করে মানুষ

মূল্য নেই রাষ্ট্রের
মূল্য নির্ধারণ করে জনগণ

মূল্য নেই পৃথিবীর
মূল্য নির্ধারণ করে বিশ্ববাসী

মূল্য নেই মূলত কোনো কিছুরই
হোক সেটা জীবন, জগৎ বা মহাবিশ্ব।
মহা অন্ধকার মহাবিশ্বের
মূল্য নির্ধারণ করে শেষত
কসমোলজির অনন্ত তারা-নক্ষত্ররা
যারা ডুবে আর ভাসে মাল্টিভার্সের অনন্ততায়।

১১.১১.২০২২

উড়তে থাকা বালক

স্বপ্ন দেখে মানুষ
স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে সবাই
স্বপ্নে হাবুডুবু খায় বালক
আকাশে ওড়ার স্বপ্ন
সাধ জাগে পৃথিবীটাকে দেখার
দিন, মাস, বছর গড়ায়
বেড়ে ওঠে বালক
চঞ্চলতায় আর বিরামবিহীনতায়।
দুচোখ জেগে থাকে স্বপ্নের গহিনে
দুরন্তের মেঠো পথে হেঁটে যায় বালক
বাধা অতিক্রম করে সব অসম্ভবের
অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে–
অবিরাম চলতে থাকে বালক
এ-গাঁ থেকে ও-গাঁয়ে
শহর থেকে শহরে
বন্দর থেকে বন্দরে
দেশ থেকে দেশান্তরে
পৃথিবীর পথে পথে।
উড়তে থাকে বালক
চিন্তার এলোমেলো মহাজগতের
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।

০১.০৮.২০২২

বিক্ষিপ্ত মন, স্মৃতিহীন স্মৃতি

জানা-অজানা কারণে ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত মন
নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়

খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ যেন সাদা কাশফুল,
ভেসে বেড়ায় আকাশের পরম শূন্যতায় ।
মেলে না মনের হদিস,
মেলে না হদিস পথের এ-মাথা থেকে ও-মাথায়
এ-কোনা থেকে অন্য কোনায়
এ-চিহ্ন থেকে ও-চিহ্নের মাঝে,
এ-কথা থেকে ও-কথায়
এ-মানুষ থেকে ও-মানুষে ।
স্মৃতি, বিস্মৃতি হাজারো অযুত খণ্ডে খণ্ডিত
স্মৃতিরা দিশায়-বেদিশায় পথহারা
স্থির হয় না কোথাও, অস্থির তোলপাড় ।
দ্রুতই লোপ পাচ্ছে স্মৃতি
কোনো কিছু মনে থাকে না
কে ছিল, আছে বা থাকবে
কোথাও নেই তার ঠিকানা
জন্মদাতা-দাত্রী থেকে শেষ প্রান্ত জীবনে
জানি না কে ছিল মাঝখানে
ভাইবোন, প্রেমিক-প্রেমিকা
নাকি বন্ধু-বান্ধবী?
স্মৃতিতে থাকে না কলা, সংগীত, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের
ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস, সভ্যতার সংগ্রামের ইতিহাস ।
স্মৃতিতে থাকে না শেষতক খুব কাছের মানুষ, প্রিয় বন্ধু দীপেন ভট্টাচার্য ।

১০.০৯.২০২২

কবিতার কবি অথবা কবির কবিতা

বসে আছি একাকী
একরাশ ভাবনা এসে ভিড় করে–
সমকালীন সমাজ-সামাজিকতা,
রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক কচকচানির কথা
জ্ঞান-বিজ্ঞান, আকাশ-মহাকাশ

বনবাদাড়, পাহাড়-পর্বত, সাগর ও মহাসাগর,
নিটোল প্রেমময় জীবনকথা,
সমকালীন চারপাশ ও বৈশ্বিকতা ।

কবির বাস তার সময় থেকে দূরবর্তী
যোজন-যোজন মাইল দূরে
সময়ের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে কবি
মনোজগতের বন্দি কবি চিৎকার করে বলে
মুক্তি চাই, আমি মুক্তি চাই
সকল জরাজীর্ণ, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্লীবত্ব থেকে
মুক্তি চাই
মানুষের আত্তিকৃত সকল মনো-দৈন্যের,
মুক্তি আর মেলে না
মানুষ নিজের জায়গায়ই যেন পড়ে থাকে
সমাজ ও রাষ্ট্রের কালাকানুনের অন্ধকারে ।
কবি জানে সবকিছু ভাঙে নিয়ত-প্রতিনিয়ত

বদলায় নদী, সাগর, পাহাড় ও পর্বত
বদলায় গাছগাছালি তরুলতা
বদলায় প্রাণের অস্তিত্ব, বদলায় গ্রহ-নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ ।

বদলাতে হয়
তা না হলে জীবন থেমে যায়
থেমে যাওয়ার নাম জীবন নয়, জীবনের কথা নয়
কবির মনে এত এত সীমাহীন কথামালা জমে থাকে
যেন অনন্ত আকাশের তারাপুঞ্জ
যে কথামালা দিয়ে কবি কবিতার ফুলঝুরি মেলাতে চায় ।

৩০.১১.২০১৭
সুইডেনের পথে প্লেনে বসে (গ্রন ক্যানারিয়া)

বোকা ভাবনা

সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে একদিন
নতুন স্বপ্নের পৃথিবী গড়তে, ভাবে বোকারা
সব মানুষ ভালো হয়ে যাবে একদিন, ভাবে বোকারা।
বোকারা ভাবে প্রেম-ভালোবাসায় পূর্ণ জগৎ,
রাজনীতি ঠিক করে দেবে সব একদিন,
সব শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে একদিন, ভাবে বোকারা।
মানুষ সুখের আকাশে ভেসে বেড়াবে একদিন।
বোকার ভাবনা কখনো মেলে না ডানা।

১১.০৩.২০২১

হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ভালোবাসারা

আদিম ভাবের খেলায় সেদিন মেতেছিলাম আমি
প্রাণময় প্রেমের বন্য আদিমতায়
দেহ-মন বিলিয়ে দিয়েছিলাম সেথায়,
ভালোবাসার ছন্দের কারিগর হয়েছিলাম সেদিন,
শব্দের মাতম ঢেউয়ের উথালপাতাল উচ্ছ্বাস যেন উতলে পড়েছিল,
ভাবের লেনাদেনা খলখল-ছলছল করেছিল প্রেমের জোয়ারে।
তারপর সেই প্রেম, সেই ভাব থিতিয়ে পড়েছে মরা গাঙে,
ম্লান হয়ে নুয়ে পড়েছে যেন লজ্জাবতী লতার মতো।
গাঙের পানির প্লাবন এখানে আর বইছে না
ঝরনারা কলকল করে সুর করে না
বুনো হাঁস-ডাহুক, শঙ্খচিল আসে না আর এখানে
কিচিরমিচির করে না বুনো পাখির ঝাঁক,
শুকিয়ে গেছে সব জলধি-জলধারা
সবুজেরা আর হাতছানি দেয় না এখানে
ছন্দ হারিয়েছে জীবনের গান, সুর, লয় আর নৃত্যের তালের,
মন-প্রাণ, প্রাণের আকুতি, ভাবের মিলন থেমে গেছে
তাই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ভালোবাসারা।

০৭.০১.২০১৯

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খেলা

মৃত্যু অনিবার্য জেনেও বেঁচে থাকার দুর্বার কি আকুলতা জীবনে!
মরে যায় সবাই, সবকিছু
জন্মের ঋণ শোধ হয় মৃত্যু দিয়ে।

বেঁচে থাকার অপর নাম
এক ভরাট নদী জ্বালা-যন্ত্রণা,
ক্ষণিকের তরে হাসি-তামাশা, সুখ-আহ্লাদ,
জ্বালা-যন্ত্রণা বয়ে চলে জীবন দরিয়ায় ছলছল, কলকল ঢেউ তুলে।

সংসারে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষাদের সুর,
প্রাপ্তির ষোলোকলা পূর্ণ হয় না,
অপ্রাপ্তির খায়েশ বত্রিশ আনা আরও বেড়ে যায়।
অপ্রাপ্তির বিষ-নিশ্বাসে জীবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়।

হিংসা, হিংস্রতা, ঘৃণা ক্রোধে প্রাণ গর্জনরত
হিংসা আর ঘৃণার প্রবল ভাব জ্বলে ওঠে উগ্রভাবে মনে,
ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে
সমাজ থেকে সমাজে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে
পৃথিবীর দেশে দেশে...।

কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই
নিশ্বাস নেওয়ার অক্সিজেন নেই
সবখানেই ভারী বাতাস পারদে আর সিসায় ভরা
দম বন্ধ হয়ে আসে...।

সুবাতাসের মৃদু হাওয়া বইছে না আর কোথাও
হাওয়া হয়ে উঠে লু হাওয়া, আগুনের ফুলকি,
সে হাওয়ায় দেহ, প্রাণ, বনবাদাড় সব জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়...

এক নদী ভরা ভালোবাসা
আঘাত সহস্র গুণ বেশি
প্রেম আর ভালোবাসা থেকে,
সমাজ আর রাষ্ট্র থেকে, অমানবিক, অমানসিক
নিষ্ঠুর কুটিল মন, জটিল কালা-কানুনের ছলে
প্রেম-পিরিতি, ভালোবাসা,
ক্ষণিকের অনুভূতির খেলা।
জৈবিকতার তাড়না চলে,
প্রেম-পিরিতির ভাব জমে।
নাটকের নট-নটী হতে হয় ক্ষণশ্বর জীবনে,
জিন, ক্রোমোজম তার কার্বন কপি চায়,
জৈবিকতার খেলা চলে।
ভালোবাসা আর ঘৃণার হাত ধরাধরি
খুঁজে মরে আজীবন ভালোবাসার মানুষ।
আঘাতে আঘাতে জীবন ক্ষত-বিক্ষত
সেই কবে, কতকাল আগে...
হিসাব আর মেলে না।

ক্লান্ত-শ্রান্ত পথিক জীবনের ভেলায়
ভেঙে চুরমার ৫৫ হাজার টুকরায়
কোথায় গেলে জোড়া লাগবে?
হয়তো
বেনুচরের ধানসিঁড়ির সবুজের পথে পথে
অথবা, জ্যোৎস্নারাতের কদমতলার মায়াবী ছায়াতলে।

২৩.০৬.২০১৯
ফিয়াল, অশটারসুন্ড, নর্থ সুইডেন

তুমি আছ বলেই

ক্ষণিকের জন্য সুখে ডুব দিই, ভরসা পাই, তুমি আছ বলেই
আনন্দে আন্দোলিত, মাতোয়ারা হই, তুমি আছ বলেই
অচেনা আবেগে আবেশিত হই তোমার নরম তুলতুলে কথামালার
ফুলঝুরিতে,
মোহময়, করুণ সুরেলা কণ্ঠ তোমার, বিবশ করে আমাকে
মোহিত, পাগল করে তোলে বেলিফুলের তাজা ফুলের সুবাসে যেন।
কৃষ্ণচূড়া ফুলের অপার সৌন্দর্যের লীলাখেলায় অবগাহন করি
তোমার উজ্জ্বল, ঝিলিকমারা মায়াভরা হাসিতে,
মিটমিট তারার মতো চোখের চাহনি তোমার
ডুবিয়ে রাখে হৃদয়ের মণিকোঠরে,

সমান্তরাল শুভ্র দন্তসারি তোমার
যেন আকাশের সাদা মেঘমালা, কাশবনের ফুলঝুরি।
তোমার অস্তিত্ব আমায় নীল নদের মায়াজলে ভাসিয়ে নেয়,
ভোরের উষ্ণ, তরতাজা হাওয়ায় উড়তে থাকি আমি, তুমি আছ বলেই
এবং
অন্তহীন বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়
তোমার ভালোবাসার উষ্ণতায়।

০৪.০৬.২০২২

খ্যাত-বিখ্যাত

দুর্বার মনোবাসনা জাগে মনে
দ্রুত গতিতে চলা মন বলে
খ্যাত-বিখ্যাত হই আমি।

আমিই শ্রেয়, আমিই সেরা
ভেবে সুখ পায় মানুষ
প্রভাব, প্রতিপত্তি চায় মানুষ
মনোজগৎ যশ আর লাভ-ক্ষতির তীব্র কামনা-বাসনা।

জাহির করা মনের প্রবল প্রবণতা,
জিন-হরমোনের প্রভাব,
নাকি বুদ্ধিমত্তা?
কে চালায়, নির্দেশ দেয় 'আমি' নামক আমাকে!

কারও সাথেই কারোর মেলে না মনের,
কিছু নেই শেষে, বলে চেতন-অবচেতন মন,
শেষ হয়ে যায় সবই আমিতে,
আমির তাই বিশাল ক্যানভাস জীবনে।

কে কাকে, জগতে জীবনে মনে রাখে
সময় বা অসময়ের স্রোতে?
সবই মূল্যহীন শেষতক নিরর্থকতার জীবনে, শুধু কিছুক্ষণের আত্মতৃপ্তি ছাড়া।

১০.০২.২০২৩

ঝরে পড়ে

সবকিছু ঝরে পড়ে
গাছের পাতারা ঝরে পড়ে কালবৈশাখীর হাওয়ায়
ঝরে পড়ে ফুল, লতাপাতা, আম-জাম, বনবনাদি
প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে।
ভেঙে চুরমার নিশ্চিহ্ন হয় গ্রাম-শহর,
মজবুত ঘরবাড়ি, দালানকোঠা
প্রচণ্ড ভূমিকম্প, সুনামির আঘাতে।
পাল্টে যায় দেশের সীমানা
পৃথিবীর সীমানা এক লহমায়।
তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে জীবনের
জীবনের তরে জীবন সাজায়,
প্রেমের তরিতে প্রেম সাজায়
ঘর-সংসার সাজায়,
সমাজ-সভ্যতা সাজায়
এবং
একদিন এক ঝটকায়
লন্ডভন্ড, তছনছ হয়ে যায়
নিজের সাজানো বাগান ও জীবন।
এবং
সবকিছু শেষতক ঝরে পড়ে
সময়, অসময়ের প্রবল স্রোতের সীমাহীন অন্ধকার অতলে।

২০.০২.২০১৫

সবকিছু ভেঙে পড়ে

টুপটাপ বৃষ্টি পড়ে
মৃদুমন্দ হাওয়া বয়
চিন্তারা জটলা পাকায়
আবেগেরা জেগে ওঠে
সম্পর্করা মেতে ওঠে
ভালোবাসা উথাল হয়
এবং
সময়ের তালে তা শেষ হয়।

কেটে যায় এভাবেই
হাজারো না-জানা গল্পের
বহু দিন, বহু রাত!
তারপর
সময়ের ব্যবধানে একদিন
সবকিছু ভেঙে পড়ে–
আছড়ে পড়ে উল্কাপিণ্ডরা
হামলে পড়ে ভূমিকম্প
উছলে পড়ে সুনামিরা
জল 'স্থল' হয়
স্থল হয় 'জল'
পাহাড় 'সাগর' হয়
সাগর হয় 'পাহাড়'
জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়
সভ্যতা বিলীন হয়
এবং
সবকিছু শেষমেশ হারিয়ে যায়
নিরর্থকতার মহাসমুদ্রে।

০৪.১২.২০১৬

প্রেমের আলিঙ্গন

কপোত-কপোতী জড়িয়ে ধরে বসে আছে সাগরপাড়ে
যেন এক জোড়া বালিহাঁস
দুজন দুজনার কানে কানে ফিসফিস করে
বলে যায়, দেখ আমরা ছাড়া আমাদের
চারপাশে কেউ নেই
আছে শুধু নীল আকাশ, সাগরের ঢেউ,
চোখের সামনে পতপত করে উড়ে যায়
এক জোড়া গাঙচিল,
পেঙ্গুইন পাখিরা দূর থেকে দেখছে
আমাদের গভীরতম চুম্বনমাখা চুমুখানি
আর
কিচকিচ করে জানান দেয়
আহা, প্রেমের কী প্রেমময় খেলা
খেলে যাও যত পার
জীবন মানেই তো প্রেম-পিরিতি,
ভালোবাসা...
ডলফিন মাছেরা আমাদের
প্রেমের খেলায় নাচতে থাকে
একে অপরে বলে বেড়ায়
আমরাও তোমাদের মতো
আজ নতুন প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছি,
কপোত-কপোতীর সেদিকে খেয়াল নেই
তারা শুধু অনন্তের মাঝে বিলীন হয়
আকাশের কালো মেঘের গভীরতায়
আর
সাগরের ঢেউয়ের করুণ, কোমল, মাতাল সুরের নিস্তব্ধতায়।

২৫.১২.২০১৬

অবিরাম খেলা চলে

শুরু হয়
চেনা হয়
জানাজানি হয়
কথা বিনিময় হয়
ভাব বিনিময় হয়
ভাবের মিলন হয়
আরও গভীর হয়
অথবা আর এগোয় না
ভাবের আবেগ নুয়ে পড়ে
লজ্জাবতী লতার মতো
তারপর আবার সতেজ হয়
আবার নুয়ে পড়ে–
মানুষের অবাক করা
চিরন্তন ভালোবাসার খেলা।

হতে পারে ফুল, লতাপাতা
হতে পারে গাছগাছালি
হতে পারে বানর, শিম্পাঞ্জি
ভালোবাসার খেলা চলে অনবরত, অবিরাম।

১৬.০৪.২০২০

জীবন

জীবন প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির খেলা
জীবন লেনদেনের খেলা
জীবন চাওয়া-পাওয়ার খেলা
জীবন ভালোবাসাযুক্ত আবেগের খেলা
জীবন হাসি-কান্নার খেলা
জীবন মান-অভিমানের খেলা
জীবন ভুল-শুদ্ধের খেলা
জীবন জীবনকে ঘৃণা করার খেলা
জীবন জীবনকে বাঁচানোর খেলা
জীবন আত্মত্যাগের খেলা
শেষত
জীবন জীবনকে নিঃশেষ করার খেলা।

১৫.০৩.২০১৮

জন্মের ঋণ

ছেলে না মেয়ে
তাতে কী বা আসে-যায়?
শুভ জন্ম নবজাতকের
নাম না জানা অতিথির,
আজ ২০ এপ্রিল ২০২০, সোমবার।

স্বাগত ধরণিতে, হে নতুন অতিথি।
'মানুষ' যেন হতে পারে এ নশ্বর জীবনে
মন-মননে হবে মানবিক-মর্যাদাশীল।
হবে জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কলা-সাহিত্যে
এগিয়ে যাবে সামনের দিকে ভবিষ্যতের পানে।
প্রেম-ভালোবাসা অফুরান দিকে দিকে, চারদিকে
উল্টো দিকে বয়ে চলে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা যা চলমান,
ধাবমান...
জন্মের ঋণ শোধ হয় মৃত্যু দিয়ে,
এ খেলা চলতে থাকে অবিরাম, অন্তহীন
যতক্ষণ প্রাণের অস্তিত্ব থাকে এ ধরণিতে।

২০.০৪.২০২০

কবি

শরীর ও মন জর্জরিত হয় কবির
ভেঙে যেন চুরমার হয় দেহখানি
একাকী মন দোল খায় সারাক্ষণ
জীবনের দায়বদ্ধতার কাছে,
দায়বদ্ধতা সারাক্ষণ যেন কবির মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটায়
নিজের বেঁচে থাকার দায়বদ্ধতা,
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী ও সভ্যতার দায়বদ্ধতা ।

সবকিছু যেন শকুনের মতো ছিঁড়ে, খাবলে খাবলে খায় কবি-মনকে
মস্তিষ্কের মগজ আর হৃৎপিণ্ডের পেশি ভীষণ সংকুচিত হয়,
দায়ের কারণে কবি দশজনের মতো চাই চাই, খাই খাই ভাব দেখাতে
পারে না
দায়ের কারণে খুব কাছের চেনা বন্ধুদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে কবি,
অথচ কিছু বলতে পারে না
পারে না বলে দুর্বল ভাবে কবিকে তারা,
পদে পদে তা টের পায় কবি ।
ক্ষুব্ধ হয় কবি মনে মনে,
নিজের কাছে নিজে আরও বেশি কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় কবি ।
চিন্তিত মন বলে ওঠে,
নিজের ওপর ভর করেছ সারা জীবন, আরও করো,
যে পণ করেছিলে একদিন, সেই ৪২ বছর আগে
কারও ওপর আশা-ভরসা নয়
নিজের ওপর ভরসা করো
জীবনপথ চালাও,
এবার যদি মরণও হয় ।

২৮.০৬.২০১৮

মা

মা আমার মা...
কেমন আছ তুমি জানি না
আমার জীবনে তুমি থেকেও নেই
সাত সমুদ্রের এপারে আছি আমি
তুমি আছ ওপারে ।
টেলিফোনে খবর পাই তুমি ভালো নেই
প্রতিদিন নিত্য মরণঘাতী অসুখের সাথে তোমার বসবাস
অথচ তুমি তা জানো না
ডাক্তারের নিষেধ না বলার জন্য তোমাকে,
তোমার সন্তানেরা নিদারুণ মনঃকষ্টে ভোগে
ভুগি তোমার জন্য আমি ও আমরা ।

মা তোমার জন্যই আমাদের জগৎ
জগৎ টিকে থাকে তুমি আছ বলেই
জীবনে প্রাণের উষ্ণতা পায় তুমি আছ বলেই
তুমিই জগৎ, তুমিই ধরিত্রীর প্রাণ ।
যেখানেই থাকো মা
ভালো থেকো, শুধু ভালো থেকো
এই আমার অশেষ কামনা ।

২০.১০.২০১৭

দুরন্তপনা

এক দুরন্তপনা বালক ছুটে চলে
ছুটে চলে শুধু সম্মুখের পানে
হেসে খেলে বেড়ায় পাড়া-পড়শি, বন্ধুদের সাথে
কইটডাণ্ডা, হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, ফুটবল খেলে
খাল-বিল, ডোবা, পুকুরে সাঁতার কেটে ।
লেখাপড়ায় মন বসে না তার
শুধু গভীর চিন্তা করতে ভালোবাসে
চিন্তারা সারাক্ষণ মাথায় জট পাকায়
কে, কী ও কেন দিয়ে
উত্তর মেলে না,
বালক থেমে থাকে না
প্রশ্ন করেই যায়...
ভবিষ্যতের পানে ।

০৫.১১.২০১৬

৩টি খণ্ড কবিতা

১.
মনের জগতে এক স্বাপ্নিক কবি ও বিশ্ব-যাযাবর আমি ।
মনের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা সারাক্ষণ শুধু ভাঙে আর গড়ে,
চিন্তার রাজ্যে চিন্তারা সারাক্ষণ সাগরের ঢেউ তোলে,
আকাশের মেঘখণ্ডের মতো চিন্তারা অনন্তের মাঝে বিলীন হয়
ভেসে যায় কবি স্রোতের শেওলার মতো অজানাতে ।

২.
এক নবজাতকের আগমন ধরণিতে
উয়াও উয়াও চিৎকার করে মায়ের গর্ভ চিড়ে মাটিতে নামে,
জানান দেয় কে আমি, কোথায় এলাম, কেন এলাম?
উত্তর মেলে না কখনোই,
ক্ষণিকের আনন্দ, কষ্ট আর যন্ত্রণা শুধু জীবনভর চলে,
অনর্থক, অকারণ জীবন আবারও একদিন অনন্তে বিলীন হয় ।

৩.
প্রকৃতি, মানুষ নিজে যার অংশ
কণা, অণু-পরমাণু, আরএনএ ও ডিএনএ দিয়ে গঠিত প্রাণ
গাছ, মাছ, পশুপাখি, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর,
আকাশ-বাতাস, পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য-তারা ও গ্রহ-নক্ষত্ররাও তাই ।
প্রাণ আছে কি নেই, প্রশ্ন সেটা নয়
সব পদার্থ, বস্তুই প্রকৃতি ।

০৮.১২.২০১৬

একা এবং একাকিত্ব

ঘর-সংসার জোড়ায় মানুষ
জীবন সাজায়
ভালোবাসার স্বপ্ন বুনে
প্রেম-পিরিতির বন্ধু বানায়
বিয়ে-শাদি অথবা না
বিয়ে করলে,
নারী বলে জামাই
পুরুষ বলে বউ
পরিবারের জন্ম দেয় মানুষ
জন্ম দেয় সন্তানাদি অথবা না
সমাজের বাসিন্দা হয়
হয় সামাজিক
হয় রাষ্ট্রের নাগরিক
শেষতক হয় বিশ্ব-নাগরিক ।
কোনো দেশ-কাল নেই শেষতক কারোরই
যেখানেই যাক না কেন মানুষ
এবং
যা কিছুর জন্ম দেয় মানুষ
শেষবেলায় দেখে পাশে কেউ নেই
সবাই শুধু নিজের তরে ।
তাদেরও কি শেষবেলায় কেউ থাকে?
থাকে না ।
জীবনের ধর্মই এটা,
এবার যেভাবেই সাজানো হোক না জীবন,
শেষবেলায় সবাই আমরা একা
এবং
আরও বেশি একাকিত্ব অনুভব হয়
মগজের ভেতর চিন্তার এলোমেলো, হিজিবিজির মনোজগতে ।

২৭.১২.২০১৬

শূন্যতে মিলিয়ে যাওয়া

শুরু হয়নি কিছুই, অথবা শেষ
অনন্তের মাঝে নিরন্তর ক্লেশ
এ তো অসীম এক ভাবের খেলা
গেঁথেছি অগোছালো চিন্তার মালা
কী মূল্য তার জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে?

মানুষের সাথে একই সমান্তরালে
লড়ছে পশুপাখি, নিজস্ব ছন্দে
প্রকৃতির খেলা চলে নিরন্তর,
চেতনা আছে কিংবা নেই ।
আকাশ, সাগর থেকে পাহাড়-পর্বত
দূরাকাশে সূর্যের কারিগরি খেলা ।

সবকিছুকে ভেদ করে অনন্তের নেশায়
পাড়ি দিয়েছে মানুষ মহাকাশে ।
কিন্তু কোথায় গিয়ে থামবে সবাই?
শূন্য থেকে শুরু করে আবার
সকল আয়োজন কি শেষ হবে
সুদূরে থাকা অন্য কোনো শূন্যে?

০৭.১০.২০১৯

ভালোবাসাও, শূন্যে হাওয়া হওয়া

সেদিন মেতেছিলাম বন্য প্রেমের আদিম ভাবের খেলায়
মন-প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলাম সেথায় শব্দের মাতম খেলায়
ভালোবাসাময় শব্দের কারিগর হয়েছিলাম সেদিন
প্রাণ আর ভাবের উচ্ছ্বাস উতলে পড়েছিল প্রেমের জোয়ারে
ভালোবাসাময় প্রেমের জোয়ার আবার ম্লান হয়ে নুয়ে পড়েছে
প্রেমের উচ্ছ্বাস থিতলে পড়েছে মরা গাঙে
গাঙের জলের প্লাবন বইছে না আর এখানে
জলরা কলকল করে সুর করে না
বুনো হাঁস, ডাহুক, সমুদ্রের চিল পাখিরা এখানে আর আসে না
জলের চারদিকে বদ্ধ বাঁধ পড়েছে
বিষাক্ত হয়েছে জল
বিষাক্ত হয়েছে জীবন
মন-প্রাণ, ভাবের মিলন শেষ হয়েছে
ভালোবাসারা তাই শূন্যে হাওয়া হয়েছে।

০৭.১০.২০১৯

কবিতা লেখার খায়েশ

প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে চিন্তার ভাব-অনুভবের বুদ্বুদ খেলা চলে মাথার নিউরনে
কবিতা লেখার খায়েশ জাগে মনে
মানুষের আবেগময় ভাবকে নিয়ে খেলে কবিতা
অক্ষর, শব্দ আর বাক্যের খেলা চলে মগজে।
প্রেম-পিরিতি, ভালোবাসার ভাব জমে,
অনুভূতির যোগ-বিয়োগের গণনা চলে মনে
ঘাত-প্রতিঘাতের জীবন শুরু হয়, ভাঙনের ঢেউখেলা চলে আজীবন
ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ,
রাজনীতি-অপরাজনীতি, সাম্য-অসাম্য
পাপ-পুণ্যের বিষয় হয় কবিতা।
জ্যোৎস্না চাঁদনি রাতের নয়নভরা চাঁদ
নীল আকাশের তারাভরা রাতের সৌন্দর্যরূপের বর্ণনা চলে কবিতায়।
প্রেম-পিরিতি, ভালোবাসা, বিপরীতে ঘৃণা খুন-হত্যা,
বেঁচে থাকার আজীবন লড়াই চলে
শুধু লক্ষ্যহীন ছোটা সম্মুখের পানে
এবং
চূড়ান্ত অর্থে কোনো কিছুর সংজ্ঞা নেই
শেষতক তাই কবিতার কোনো মানে নেই।

০৮.১২.২০১৬

ভাবের মিলন

কবিতার শব্দচয়ন হতে পারে পজিটিভ, নেগেটিভ
হতে পারে সমসাময়িক সামাজিক-অসামাজিক, রাজনীতি-অপরাজনীতি,
জীবনের কথা বলে কবিতা
প্রেম-অপ্রেম, প্রকৃতির রূপ-অরূপ
ফল-ফুল, ঘাসফুল,
আকাশ-মহাকাশ
সাগর-মহাসাগর, বনবাদড়
গাছ-লতাপাতার কথা বলে কবিতা ।
ভাবের উচ্ছ্বাস বিলিয়েছে কবিতা
নর-নারীর যৌনতায়
আসলে কবিতা শেষত
ভাবের মিলন ছাড়া
আর কিছুই নয়,
যার ব্যাপ্তিকাল সাময়িক
বা দীর্ঘকালীন ।

০৩.১২.২০১৬

চাঁদনি রাত

মায়াবী হরিণী ভরা পূর্ণিমার চাঁদ আজ
আলো-আঁধারি মিটমিট চাঁদনি রাত ।
চাঁদের হাটকে নিয়ে কত কাব্যরস, প্রেম-পিরিতি, ভালোবাসা
লেখা আছে সব দেশের
প্রেমরসের প্রেমময় কাব্যে
যেন তার শেষ নেই,
প্রেমময় মায়াবী চাঁদনি রাতে
হিজলগাছের নিচে আবার এসেছি আজ
নরম তুলতুলে হাতের স্পর্শ যদি পাই তোমার!
পাব না জানি, মনে পড়ে কি?
কত পূর্ণিমার চাঁদনি রাতে ওই হিজলগাছের নিচে
দুজন দুজনার বাহুবন্ধনে আমরা আবিষ্ট, নিবিষ্ট, হয়েছি
চুম্বনে চুম্বনে চুম্বনরস নিয়েছি
তোমাতে-আমাতে দেখামাত্র আমরা চরম
শিহরণে শিহরিত হয়েছি
যেভাবে গাঙের ঢেউরা
ঢেউ খেলে শিহরিত হয়,
লজ্জাবতী লতারা
ছোঁয়া পেলে যেভাবে লাজুক হয়,
ছোঁয়ামাত্র তোমাকে, আমি ভেসেছি চরম
অনুভূতির সুখের সাগরে,
আলো-আঁধারি রাতে তোমাকে
মনে হতো সৌন্দর্যের রানি
যেন বেনুচরের বনলতার চেয়ে বেশি সুন্দরী
চোখ দুটি ছিল তোমার মায়াবী হরিণীর মতো ড্যাব ড্যাব করা সুন্দর
মৃদু বাতাসে উড়ন্ত কালো চুলের বাহার তোমাকে রূপের রানি বানাত,
নাদুস-নুদুস মন-প্রাণ জুড়ানো চিবুক,
টসটসে লাল গোলাপের মতো গাল দুটো,

মায়াভরা নরম ঠোঁট দুটি
শুধু অব্যক্ত কথার আবেদন ছড়াত,
মৃদু মৃদু নিশ্বাস, মিষ্টি প্রেমের কথামালার ঝুড়ি
আমাকে শ্রাবণের প্রেমে প্লাবনের বৃষ্টিতে ভেজাত ।
আগুনজ্বলা অঙ্গে আমার আগুন ধরাত
যখন ছুটে আসতে তুমি আমার কাছে
আগুনে তুমি-আমি একসাথে ঝাঁপ দিয়েছি
আগুনের তোয়াক্কা না করে ।
প্রেমের সে কী তাণ্ডব-লীলাখেলা
ঘূর্ণিঝড়ের সাগরের ঢেউ যেন
উথাল-পাতাল করে আমাদের
নিয়ে যেত আদিমতায়,
ভাসতে ভাসতে আমরা যেন
অনন্তের সীমাহীনতায় ভেসে যেতাম...
তুমি নেই আজ যেন কিছুই নেই
উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদ হয়েছি আমি তোমারই তরে
যেদিকে তাকাই, দেখি খাঁ খাঁ শূন্য বিরানভূমি তুমি বিহীন
স্মৃতিরা সারাক্ষণ আমায় কুরে কুরে খায়
অস্পর্শহীনতায় আমি পাথর, বোবা বনেছি তোমারই কাতরে
মৃত্যু এত নিঠুর কেন হয় বলো তো?
মৃত্যু বুঝি বড়ই নিঠুর, যা প্রাকৃতিক ।

১৭.০১.২০১৭
টরেমোলিনোস, স্পেন

ছুটে চলা আর তলিয়ে যাওয়া

আজ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
আবারও শেষ হতে চলেছে ২০১৯
মহাকালের অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছে ২০১৯
ভেসে যাচ্ছে গ্রহ-নক্ষত্র, তারাপুঞ্জ
ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী নামের গ্রহটি
তলিয়ে যাচ্ছে মহা অন্ধকারে নাকি ব্ল্যাকহোলে?
শুধু ছুটে চলছে তো চলছে, বিরামহীন
সবকিছুই শুধু ছুটে চলে ।
ছুটে চলছে মানুষও, অবিরাম
নিশ্চিহ্ন হওয়ার তরে, মৃত্যুর কোলে ।
পৃথিবী নামে গ্রহটির পৃষ্ঠদেশের ও ভেতরের
সবকিছু শুধু ছুটে চলে
অবিরাম ভূমিকম্প আর সুনামির বাহুতলে ।
নদী-সাগর মহাসাগর ছুটে চলে ভূমি হওয়ার তরে
যেটা সাগর আজ বা কাল তা হয়ে ওঠে পর্বত-মহাপর্বত
এবং
পর্বত-মহাপর্বত হয়ে ওঠে সাগর-মহাসাগর ।
কারোই থেমে থাকার বিরাম নেই,
থেমে থাকার জন্য কিচ্ছুর জন্ম হয় না ।
জন্ম হওয়া মানে শুধু ছুটে যেতে হয়
গন্তব্যের পানে, শেষ হয়ে যাওয়ার তরে
এবার সেটা বিশ্বের বা মহাবিশ্বের যা কিছুই হোক না কেন!
এ এক অবিরাম ছুটে চলা
এবং
মহা অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া...

৩১.১২.২০১৯

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

তানধিনা ধিন ধিন
সুরের বীণা বাজে গিটারে
তবলায় আঙুলের কারুকাজ চলে
নৃত্যের ঘুঙুর ঝংকার তোলে
শরীর, চঞ্চলমন উতলা হয়
মগজের নিউরন শিহরিত হয়
দোল দোল দোলনায় দোলে
মগজের বিলিয়ন বিলিয়ন নিউরন ।
অদৃশ্য খেলা চলে নিউরনে অবিরাম, অন্তহীন
এ খেলা চলে অনবরত মানুষের নিউরনে, মনোজগতে ।
কাউকে কেউ বলে কি বোকা বা চালাক!
কাউকে বলে কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান!
লড়াই লড়াই লড়াই চাই
এ লড়াইয়ে জিততে চাই
বোকার সাথে চালাকের
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে বুদ্ধিমান মানুষের ।
এ লড়াই চলছে তো চলবে
জেতার লড়াই
কে জিতবে, কে হারবে
অদূর ভবিষ্যৎ ভবিতব্য,
মানুষ নামের প্রজাতি?
নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?

০৫.০৩.২০২৩

সৌন্দর্য, এবং

ছোট্ট বাবুই পাখির নিখুঁত ঘর বোনা দেখে
তার সৌন্দর্যে আষাঢ়ের প্লাবনে প্লাবিত হই আমি,
লেবুগাছের ডালে চড়ুই পাখির টিসটিস, টাসটাস
অস্থির নাচানাচি দেখে
চঞ্চল উতলা হয়ে ওঠে মন আমার,
জুঁই ফুলের ডালে কবুতরের বারবার কুককু-রু-কু
ডাক ভাটিয়ালি সুরের মূর্ছনার আনন্দে ভাসায় যেন আমায়,
ডাক শুনে 'আলমোডোবারের' টক টু হার
ছবির গানের সুর বিমূর্ত চেতনায় অবশ করে আমায়,
চম্পা ফুলের ডালে বসে এক জোড়া টিয়াপাখির
নাচানাচি শরীরে আমার নৃত্যের কেতন খেলে
চঞ্চলা মন বলে ওঠে আমার 'ভালোবাসি' তোমায় ।
একদল ডলফিন মাছের পানিতে
নৃত্যের অঙ্গভঙ্গি মনে আমার দোল খায়
নেচে উঠি যেন আমিও
নাচের তালে তালে চরম পুলকিত হই
আরও বেশি পুলকিত হই বর্ষাকালের
খাল-নদীর ছোট ছোট ঢেউরা
আছড়ে পড়ে ছলাৎ ছলাৎ সুরের যখন মূর্ছনা ঘটায়,
এবং
কিনারায় এসে শেষ হয় ।
বাড়ির আঙিনায় ফুল বাগানের রক্তকরবী ফুলের সৌরভ
দেহের রক্ত টগবগ করে আমার,
পৌষ মাসের শিম-বরবটির গুচ্ছ গুচ্ছ
ফুলের সৌরভ মন আমার অস্থির করে তোলে
আম আর বরই বোলের ছাপ-ছাপ সুমিষ্ট গন্ধে
প্রকৃতির গভীরতম সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হই আমি,
গোলাপ-বকুল ফুলের সুতীব্র ঘ্রাণে, সৌন্দর্যে ইন্দ্রিয় অবশ করে আমার,

পূর্ণিমা রাতের ছলমল প্রেমময়, মধুময় আলো-আঁধারি রাত
নতুন প্রেমের স্বপ্ন দেখায়
চাঁদের নিভু নিভু বর্ষণ রাতের বৃষ্টি আমায় প্রেমের তরিতে ভাসায়,
এমন মাতম-মাতাল করা সৌন্দর্যের সুধাই তো চাই জীবনে
এবং
প্রকৃতির পাগল করা অমন সৌন্দর্যে মুগ্ধ
হয়ে নিবিড়ভাবে শুধু চেয়ে থাকি,
মন শোধায় অনবরত আমার, হাজারবার
জীবনতরি যেন শেষ হয় বদ্বীপের এই বাংলায় ।

২৮.১২.২০১৬

শূন্যতায় গ্রাস

চলে গেছ, নিমেষেই অজানা এক শূন্যতা গ্রাস করে আমাকে
শূন্যতার অতল গহ্বরে ডুবে যাই যেন আমি
কূলহীন শূন্যতায় ভাসি আমি তুমি বিহীন
বেলা-অবেলায়, রাত-বিরাতে?
দোলন নাচার সারাক্ষণ নৃত্য চলে মনে আমার
যার নেই কোনো ঠিক-ঠিকানা,
সুখ-দুঃখের অযুত-নিযুত অনুভূতির খেলা চলে মগজে
শূন্যতা গ্রাস করে আরও তীব্রতায় বুকের গহিনে ।
সবকিছু যেন চির নতুন, চির সবুজ তুমি আছ বলেই
নিকটতম সান্নিধ্য তোমার যেন অমৃত সুধা,
হাসাহাসি, কথামালার ফুলঝুরি,
নিবিড় আবিষ্ট করে আমায় মিষ্টি সুখের উল্লাসে ।
অজানা সব কোষের নিত্য খেলা চলে শরীরে কোষে কোষে নিত্য নতুন
সুখের গভীর অনুভূতির দোলায় দোল খাই আমি, তুমি আছ বলেই ।
ভালোবাসার বন্ধুত্বের বাঁধনে তাই বিলীন হলাম আমি আজীবন,
তোমার মনের সীমাহীন গ্রহ-নক্ষত্রের শূন্যতায় ।

২৩.০৭.২০২২

ভালোবাসার সন্তান

চিন্তার প্রসব হয়
শব্দের উৎপত্তি হয়
বাক্য বুনন হয়
বাক্যে বাক্যে প্যারা হয়
প্যারায় প্যারায় ভাবের খেলা হয়
খেলতে খেলতে জীবনের খেলা হয়
হাসি-আনন্দের খেলা হয়
সুখ-দুঃখের খেলা হয়
প্রেমের খেলা হয়
মান-অভিমানের খেলা হয়
ভালোবাসার খেলা হয়
জৈবিকতার খেলা হয়
ভালোবাসা মাখানো প্রতিটি খেলা যেন আমার প্রেম
সেই প্রেমের সম্পর্ক গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়
তারপর মিলন হয়
পরিণতিতে কাব্য হয়
সব কাব্যই আমার কবিতা
শেষতক সব কবিতাই
আমার এক একটি ভালোবাসার সন্তান।
সেই সন্তানেরা আমার প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ
তাদের সাথে আমার নিত্য বেড়ে ওঠার খেলা হয়
খেলা হয় 'মানুষ' হয়ে ওঠার গল্প
গল্প হয় মানবিক মানুষ হয়ে ওঠার ইতিহাস
যে মানবিক মানুষেরা ভবিষ্যৎ সভ্যতার ধারক-বাহক
সেই স্বপ্ন বুনি অ-ন-ব-র-ত
সেই স্বপ্ন আছে বলেই বেঁচে থাকা
তারপর জীবনের যবনিকার পাঠ তোলা
এবং
মহাকালের মহা অন্ধকারে বিলীন হওয়া।

২৪.০৬.২০১৯
ফিয়াল, অস্টারসুন্ড

তবুও কবিতা লেখে মানুষ

কবিতায় কী হয়?
সুন্দর থেকে অসুন্দরকে পৃথক করা
ন্যায়-অন্যায় বা ভালো-মন্দের তুলনা করা
সমাজের আচার-অনাচার বিচার করা
এক কাব্য থেকে আরেক কাব্যের,
এক সাহিত্য থেকে আরেক সাহিত্যের রস, গন্ধ খোঁজা
মিথের ক্লিওপেট্রা-হেলেন-আফ্রোদিতির রূপের বর্ণনা খোঁজা
শিরি-ফরহাদ, লাইলি-মজনুর প্রেমের কাহিনি শোনা
'মোনালিসা'র মুখের হাসির মর্ম খোঁজা
যুদ্ধের ক্ষত-বিক্ষত তরুণ-তরুণীর ঝলসে যাওয়া চেহারা দেখা,
ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ রাগান্বিত হয়ে হরতাল, মিছিল করা
মিডিয়া, পত্রপত্রিকায় খবর ছাপা, লেখালেখি, সংবাদ শিরোনাম হওয়া।
খুঁজে খুঁজে শতাব্দীর পর শতাব্দী, হাজার হাজার বছর পেরিয়ে গেছে।
কিন্তু...?
তবুও মানুষ এই সব নিয়েই কবিতা লেখে।
কবিতা নিজের নৈর্ব্যক্তিক পড়া, দেখা ও অভিজ্ঞতার অনুভূতির ভাব প্রকাশ
নাকি নিজের মগজের ভেতর চিন্তার কূলকিনারাবিহীন এক নীল অনন্ত
আকাশের তারা গোনা?
আকাশের অনন্ত তারা গোনা যায় কি?
যায় না, স্বপ্নের গহিনে শুধু হাবুডুবু খাওয়া।
কবিতা কি জানে তার সীমানা কোথায়?
জানে না, জানে শুধু অসীম আঘাতে আঘাতে দেহ-মন ক্ষত-বিক্ষত করা।
শেষতক তাই কবিতার কোনো মানে নেই,
কেবল সময়, সমাজ, মানুষ ও প্রকৃতির কীর্তন আর আত্মবিলাপ ছাড়া।
মনের, চিন্তার, ভাব আদান-প্রদানের জন্য তবুও কবিতা লেখে মানুষ
সেটা এক সাহিত্য থেকে আরেক সাহিত্যে,
এক দর্শন থেকে আরেক দর্শনে
এক মিথোলজি থেকে আরেক মিথোলজিতে
এক সভ্যতা থেকে আরেক সভ্যতায়।
তাই কবিতা ছিল, আছে এবং থাকবে
যত দিন মানুষ ও প্রেম থাকবে যুদ্ধ-কোলাহলময় এই ধরণিতে।

০৩.১২.২০১৫

শোক ও ভুল

অনন্ত শোকের ছায়া বয়ে চলে একদিকে
নাম না-জানা প্রেমের উদ্দীপনা শুরু হয় অন্যদিকে
এরই নাম কি জীবন?
শোক আর প্রেম কি ঘূর্ণায়মান?
একদিকে শেষ হয়, অন্যদিকে শুরু হয়
শূন্যতে থাকতে চায় না যেন কিছুই ।
নিরবধি বয়ে চলে জীবন
অবিরত ছুটে চলে গ্রহ-নক্ষত্র
অন্ধকার মহাকালের মহাবিশ্বে
শুধায় না কভু মানবেরে ।
প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার কেন এত নিরর্থক যাতনা?
ভালোবেসে দায় নিয়েছি জীবনের
যেখান থেকে এসেছিলে সেখানেই লীন হলে আবারও ।
নতুন প্রেমের জোয়ারে হাবুডুবু খাই আমি, তার অথৈ জলে
নেই যেন তার কোনো কূলকিনারা ।
সাজানো সব বাগান শেষ হয় একদিকে
নতুনের ভ্রূণ আবারও শুরু হয় শেষের থেকে
মহাকালের মহাচক্র এভাবেই চলে হয়তো ।
'আসল' বলতে আসলেই কিছু আছে?
নাকি সবই শুধু ভ্রম?

১৪.০৫.২০২২

কে আছে ওই সুদূর ওখানে

চিন্তার অনুরণন ভেঙে কাচখণ্ডের মতন চূর্ণবিচূর্ণ হয় আমার
চিন্তার জটিল ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন নার্ভে অন্তহীন প্রশ্ন খণ্ড-বিখণ্ড হয় ।
প্রাণের অস্তিত্ব কি আছে অন্য গ্রহ বা তারাপুঞ্জের গ্রহ-উপগ্রহতে?
সারাক্ষণ মাথার নিউরনেরা অস্থির করে আমায়
নিউরনেরা যেন মহাবিশ্বের গ্যালাক্সি থেকে গ্যালাক্সিতে ঘুরে বেড়ায়
কেউ কি আছে ওখানে বা অন্য কোনো প্রাণ?
এখানে যদি প্রাণ থাকে অন্য কেউ কি তাহলে সেখানে নেই?
স্যাটেলাইট গায়া খুঁজে বেড়ায় ভিনগ্রহের বাসিন্দাদের
জ্যোতির্বিদ লিসা কালতেনেগগার, জেকি ফারহেটি পৃথিবীকে নতুন তথ্য জানায়–
প্রাণের অস্তিত্ব থাকার যে শর্ত, সে রকম অনেক গ্রহ আছে গ্যালাক্সিতে
কেপলার, গায়া, জেমস ওয়েব–
পৃথিবীর নতুন সব টেলিস্কোপ–
যাদের কাজ হবে অন্য গ্যালাক্সিতে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজা ।
টিগার্ডেন নামের তারাপুঞ্জের দুটো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে,
তারাপুঞ্জ 'ট্রাপিস্ট-১'-এ পৃথিবীর মতো ৭টি গ্রহ আছে
চারটার মধ্যে প্রাণ থাকতে পারে, বলে জ্যোতির্বিদরা ।
মানুষের নিউরনে থাকা বিপুল বুদ্ধিমত্তা
শুধু দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে
আলোকবর্ষকে ছুঁতে চায় যেন,
প্রশ্ন করে যায় কে আছে ওই সুদূরের নীহারিকায়
এক গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সিতে?

২৭.০৬.২০২১

জীবনমুখিতা ও অন্ধকার

ভারতবর্ষের মানসজগৎ কী হতে পারত
যদি জীবনানন্দ গ্রহণীয় হতো; হয়নি ।

প্রশ্ন হলো কেন হলো না,
কারণ কী ছিল এর পেছনে?
পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক
ক্ষমতায়ন ও প্রতিপত্তি,
নাকি অন্য কিছু?

যদিও আইনস্টাইনের বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ
একসাথে তাঁরা জীবন ও জীবনমুক্তির,
তথা জগৎ-মহাজগৎ ও কাল-মহাকালের
অনেক আলোচনা-সমালোচনা করেছেন;
তবুও ভারতের মনোজগৎ এখনও পড়ে আছে–
নিশীথ কালো-অন্ধকারে ।

অন্যদিকে আলোকবর্তিকা 'দাশ'
যাঁর ছিল না অর্থ-প্রতিপত্তি,
ছিল নিটোল জীবনবাদিতা;
সময়ের অন্তহীন অন্তহীনতা,
জীবনমুখী জীবনের মুক্তির গান গেয়েছেন তিনি;
যেমন গেয়েছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ।

কী হতো যদি 'দাশ ও আইনস্টাইন' বন্ধু হতেন?
তাহলে কি ভারতবর্ষ
জীবনমুক্তির কেতন উড়াত?
হয়তো, হ-য়-তো-বা না...
কেননা অখণ্ড ভারতের মানচিত্রের মনোজগৎ
এখনো কালো অন্ধকারের বন্দিশালা ।

২৫.১২.২০১৬

শক্তির ক্ষয় আর নিরন্তর দ্বন্দ্ব

পৃথিবীর সব মানুষেরই কি এমন হয়?
যেমন আমার হয় যখন-তখন ।
অজানা কিছুর দায় নিয়েছি কি আমি?
ভ্রম-বিভ্রম হয় আজকাল ।
মনে হয় সবকিছুই ভালোবাসি আমি
আবার যেন বাসি না,
মনে হয় হয় কেমন যাপিত জীবন-যাপন আমার
আবার যেন তা-ও না,
কোনো সত্তা নেই আমার
নেই কোনো অস্তিত্ব, মনে হয় আমার
মনে হয় আবার এই তো আছি দেহে,
সবকিছুর মাঝে সারাক্ষণ মনে হয়
কে যেন চালায় আমাকে
কে যেন বসে থাকে আমার মাথার
থ্যালামাস আর হাইপোথ্যালামাসের মাঝে
কস্মিনকালে যাকে আমি চিনি না, জানি না
সে যেন আমার চির-দুশমন
নিঃশেষ করে ছুড়ে দিচ্ছে যে আমাকে
নিকষ, নিরেট ব্ল্যাকহোলের অন্ধকারে,
অনবরত যুদ্ধ চলে আমার তার সাথে
কোনো শক্তিই যেন আর কুলাচ্ছে না আমার
সব শক্তির বলয় আমার নিচের দিকে ধাবমান
ধাবিত হই আমি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে
গ্যাসীয় ধূসর, দূষণ কালো ঘূর্ণিঝড়ের ধুলোয় ধূলিসাৎ হই
শেষতক গ্যাস, অণু-পরমাণুর কণা হয়ে ফিরি মহাবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ।

২৪.১১.২০২০

মনোবাসনা

কত মানুষ, কত লোকজন
আশপাশে, চারদিকে
কে কার খবর রাখে?
হয়তো খুব কাছের কেউ, অথবা না
খবর রাখারই বা দরকার কী?
এমন নিরর্থকতার বিশ্ব-মহাবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ।
কোনো তারা-নক্ষত্র কি তাদেরও খবর রাখে?
হয়তো, হয়তোবা না
খবর রাখার প্রয়োজন কি?
প্রয়োজনে গেলেই ঠেলাঠেলি লাগে
ঠেলার চোটে মুহূর্তে সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়,
ভেসে বেড়ায় সবকিছু মহাশূন্যের মাঝে ।
পৃথিবীর জনসংখ্যা আট শ কোটি আজ
কোটি কোটি বছরে পদচিহ্ন রেখে গেছে মানুষ এখানে, সেখানে,
যত্রতত্র ।
সবাই, সবকিছুই নিজের চিহ্ন রেখে যায় জীবনে ও মরণে
হোক না সেটা মৌল বা যৌগ বস্তু
সবকিছুকেই তার ছাপ-চিহ্ন রেখে যেতে হয়,
চাইলে বা না চাইলেও ।
সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে গেছে মানুষ
গাছের পাতায়, বাকলে বা দেয়ালে,
নিজের মৃতদেহের কঙ্কালের পদচিহ্ন,
পড়ে আছে পথ-ঘাটে, পাহাড়-পর্বতের নীরব শরীরে,
সাগর-মহাসাগরের গভীর অতল কোলে ।
ন্যানো টেকনোলজি আবিষ্কার করেছে মানুষ
পৌঁছে গেছে মহাকাশে ।
অনন্তের মাঝে বেঁচে থাকতে চায় মানুষ
জিন হরমোন নাকি মগজের তাড়না?

বিবর্তনীয় নাকি মনোবিবর্তননীয় বিকাশের ফল?
অমর হতে চায় মানুষ নিয়ত-প্রতিনিয়ত
মরে যায় বলেই কি অমর হওয়ার এত মনোবাসনা,
মনের জোর আর বুদ্ধিমত্তার যোগসাজশ?
বেঁচে থাকার এক দীপ্ত খেলা চলে মন-মননে
মাথার বুদ্ধিমত্তার বিলিয়ন বিলিয়ন নিউরনে
অমর হওয়ার তাই তো মানুষের এত সুপ্ত মনোবাসনা ।

১৮.১১.২০২০
দলেন হাসপাতালের করিডরে, স্টকহোম

অস্তিত্বের লড়াই এবং মানবজাতি

কয়খানা কবিতা লিখেছিলাম আগে
সময়ের মেলায় যার কোনো মূল্য নেই
আসলে শেষতক সবকিছুই মূল্যহীন
তবু মানুষ তার মূল্য নির্ধারণ করে
ক্ষণিকের তরে মাথা খাটায় ।
মানুষ মনে করে তারাই অধীশ্বর
অথচ
ন্যানো মিটারের ছোট্ট করোনাভাইরাস
পুরো মানবজাতির সব ক্ষমতা করেছে কুক্ষিগত ।
এ কেমন 'ক্ষমতা'?
বংশগতি আর বুদ্ধিমত্তার যোগসাজশ?
নিরন্তর বুদ্ধিমত্তাই কি বেঁচে থাকার পথ বাতলে দেয়,
নাকি অন্য কিছু?
বেঁচে থাকার লড়াই আজীবন
অবচেতন মনের সাথে মন নাকি কোষের সাথে কোষের প্রেমের সংঘাত
মরে যায় বলেই কি বেঁচে থাকার এত কুৎসিত আয়োজন?
জিন-হরমোনের গভীরে কি তাদের বেঁচে থাকার তাগিদ?
যে আয়োজনের তাগিদে মানুষ মানুষের শত্রু
যে আয়োজনের তাগিদে মানুষ ভান করে মিত্রতার ।
এ কি অস্তিত্বের লড়াই
নাকি নিরর্থকতার খেলা
যে খেলা চলে নিয়ত, নিরন্তর
চলে আমার, আমাদের মৃত্যু অবধি ।

২৭.০৩.২০২০

মৃত্যুর নিশানা

জীবন শুরু হয়
মায়া আর ভালোবাসায়
অথবা বৈপরীত্যে ।
জন্ম থেকে মৃত্যু
মাঝখানে জীবন
ছুটে চলে সে জীবন
কিসের টানে?
মৃত্যুভয় জেগে থাকে মনে
মৃত্যুই শেষ পরিণতি বলে
অবচেতন মন বিদ্রোহ করে
মরে গেলেই শেষ,
মানব না বলে সে
শেষে কিচ্ছু নেই
তমসাচ্ছন্ন বিদঘুটে অন্ধকার বা তা-ও নয় ।
মায়া আর ভালোবাসা
পিছু টানে?
নাকি যে জীবন গড়া
লোভ লাভক্ষতির হিসাবে
জীবনের এত গ্লানি পিছু টানে?
যতই বিমর্ষ, প্রেমময়-ভালোবাসাময় হোক জীবন
হিংসা ঘৃণায় ঘৃণিত যে জীবনই হোক
শেষতক ছুটে চলে জীবন তির বেগে
নির্দ্বিধায় মৃত্যুর মিছিলের নিশানায় ।

০২.০৬.২০২০
সুইডেন

আমাদের বুবু, আমাদের বাতিঘর

জীবনের বাতিঘর আমাদের বুবু
যার বাতিতে আমরা উজ্জ্বল হই ।

জীবনের বটগাছ আমাদের বুবু
যার ছায়ায় বিশ্রাম নিই আমরা
চৈত্র মাসের খরার যেন শীতলপাটি
সুখনিদ্রা যাই সে পাটিতে আমরা ছোটরা

সুখনিদ্রায় আমরা সতেজ সুখী হই
নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখি
নতুন জীবনের অবগাহন করি ।

সকল সুখ-দুঃখের সাথি আমাদের বুবু
জীবনের সবকিছু ভাগাভাগি হয় বুবুর সাথে আমাদের ।

বুবু হলো গোলাপ-বকুল-রজনীগন্ধা ফুল
যার সুবাতাসে আমাদের জীবন সুবাসিত হয়,
যার সুবাসিত ফুলের ম ম গন্ধ ছড়িয়ে যায়
আশপাশে, চারদিকে ।

শেষতক বুবু হলো এক শাশ্বত মা-জাতি
তার সন্তানদের সে যেমন আগলে রাখে বুকে
আমাদেরকেও তেমনি মায়ের মতো
আগলে রাখে দুঃখের দিনে...

জয়তু আমাদের বুবু
আমাদের জন্যই তোর বেঁচে থাকা জীবনে
আবার আমরাও যেন বাঁচি তোরই জন্য ।

১৫.০২.২০১৯

ছিল এবং নাই

(আমার মা অহিদা খাতুনের প্রতি উৎসর্গ)

গতকাল ছিল
আজ আর নেই,
বিছানায় শায়িত ছিল
গত চার বছর
গত আশি বছর জীবনে ছিল
আজ আর নেই
আমাদের 'মা' অহিদা খাতুন ।
গত ৩১ মে ২০২০-এর
আগ পর্যন্ত ছিল আমাদের জীবনে
আজ আর নেই ।
জীবনে বেঁচে থাকার অসীম হাহাকার ছিল,
মরে যাওয়ার সপ্তাহখানেক আগেও বলেছিল
আমাকে তোরা বারডেম হাসপাতালে নে
আমি ভালো হয়ে যাব ।
মারা যাওয়ার আগে এক মাস ধরে
শুধু বলেছিল আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখ
আমি তোদের ছেড়ে একা থাকব কী করে?
এক জীবনে কত কিছু জন্ম দিয়েছেন তিনি
এক ভাগ্যবান মানুষ ছিলেন তিনি ।
যত কিছুরই কেউ জন্ম দিক না কেন জীবনে
সবকিছু ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হয়
এখন, আজ বা কাল ।
এমন নিয়ম-নিয়তি সবার জন্যই
জগতের সেটা এবার যা কিছুই হোক না কেন?
এ এক ধ্রুব সত্য ।
এটাই জগতের নিঠুর নিয়তি ।

০২.০৬.২০২০

একটি টুনটুনি ছানার অকাল মৃত্যু

শীতকাল–
বারান্দার দরজা কিছুক্ষণের জন্য খোলা ছিল
একটু কোমল আলো অথবা নির্মল হাওয়ার জন্য
কখন যে কোন ফাঁকে টুনটুনির ছোট্ট ছানাটি ঘরে ঢুকে পড়েছিল কে জানে!
কেন যে মুক্ত বিহঙ্গের জীবন থেকে বদ্ধ ঘরে ঢুকে পড়েছিল সে!
বাইরে কি খুব ঠান্ডা পড়েছে আজ?
নাকি অন্য কেউ তাকে আঘাত দিতে চেয়েছিল?
নাকি ক্ষুধার্ত বাজপাখি পেছনে তাড়া করেছিল?
নাকি ছানাটি তার মাকে খুঁজতে বের হয়ে পথ হারিয়েছে?
মা গেছে হয়তো তার জন্য খাবারের খোঁজে
ছানাটি এদিকে মাকে খুঁজতে বিদিশা হয়ে ওঠে
হয়তো তাই অন্যের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে
এতেই নির্ধারিত হয়ে যায় তার করুণ পরিণতি–
দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ডানা মেলে উড়তে থাকে ছোট্ট ছানাটি
তখনই পড়ে যায় সে পোষা বিড়ালের রোষানলে
বিড়াল নামের দৈত্যটি ছানাটাকে মেরে ফেলার জন্য হন্য হয়ে ওঠে
কিন্তু বারবার শিকারের হাতছাড়া হয়ে ছুটে যায় সে
বিড়ালটি আরও ক্ষেপে উঠে শিকারে ব্যর্থ হয়ে,
আর ছানাটি চিৎকার করে বলে যায় বাঁচাও,
মায়ের আশ্রয়ের আশে বুক বাঁধে
কিন্তু মায়ের সাড়া মেলে না
নিমেষেই লাফ দিয়ে মুখের ধারালো দাঁতের চোয়ালে বন্দি করে
ছানাটিকে,
হত্যা করে শুধু-শুধুই এবং লাশটি ফেলে আসে দূরে ।
বিড়ালটি কেন এমন হিংস্র দানব হয়ে উঠল?
হাজার বছরের কোন অন্ধকার তার দেহে নিহিত?
সবকিছুই কি সময় সময় এমন হিংস্র হয়ে ওঠে?
কেন প্রকৃতির পরতে পরতে এই বীভৎসতা?

কেন মানুষ হয়ে ওঠেও হত্যার নেশায় ডুবে থাকি আমরা?
বাঁচো এবং বাঁচাও– এ সরলতায়
প্রাণিজগৎ এত বিমুখ কেন?
কেউ কেন বুঝতে চায় না নশ্বর জীবনের কথা–
যে পরিণতি হবে একদিন তারও?

০৬.০৫.২০২০, বিকেল ৪টা

ট্রেনযাত্রী

ঝিক ঝিক শব্দে বিরামহীনভাবে
অজানা অমিল ছন্দে চলে রেলগাড়ি
কখনো লয় আসে আর কখনোবা হারায়
সে লয়ে হেলে দুলে চলে জীবনপথের যাত্রীরা
আর আমি ভেসে যাই দূর-দিগন্তের সবুজের টানে
অনিমিখে চেয়ে দেখি– কৃষক-কৃষাণিরা হেঁটে যায়
জীবনের সন্ধানে, পেটের তাড়নায়
যৌবনবতী ফুলে ভরা সরিষাক্ষেতের আল দিয়ে হেঁটে যায়
মাথায় বেণীফুল পরা কিশোরী ।

কেউ গরু-বাছুরের সন্ধানে ছুটে চলে,
কেউ লাঙল-জোয়াল নিয়ে চাষ-আবাদের তরে,
কেউবা শিস দিয়ে গান গেয়ে যায় মনের সুখে
কিন্তু আমি শিহরিত হই প্রকৃতির নয়নভরা আবেশে
থরে থরে সাজানো বৃক্ষরাজির অপরূপ দৃশ্য দেখে,
বিমোহিত হই চারদিকে
হিজল আর কাশবনের ছড়াছড়িতে,
নারিকেল, সুপারিগাছ দাঁড়িয়ে আছে সারি-সারিতে
যেন একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথি হয়ে,
আঁকাবাঁকা ছোট ছোট নদ-নদীর
মাঝিরা তরি বেয়ে যায় নিজ নিজ গন্তব্যে...
ট্রেন থামে আর চলে কত নাম না জানা স্টেশনে
কত মানুষজন ওঠে আর নামে
আমি চেয়ে থাকি, দেখি আর অনুভব করি ।

সবাই আমরা ছুটছি তো ছুটছি ট্রেনযাত্রী হয়ে
জীবনপথে অবিরাম,
কিন্তু কিসের তরে?
আর কোথায় সে গন্তব্য?

১৫.০১.২০১৮

আলোকবর্তিকা 'হাইপেশিয়া'

সে-ই কবে!
প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে
এক মহিয়ষী নারী জন্ম নেন পৃথিবীতে;
সভ্যতার নিবন্ত ডুবুডুবু দেশ মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়,
নাম তার 'হাইপেশিয়া' ।
ছিল নাকি সে সুন্দরের দেবী,
মিথ তৈরি করা হয় ক্লিওপেট্রা, আফ্রিদিতিকে নিয়ে ।

হাইপেশিয়া মানবজাতির প্রথম নারী বিজ্ঞানী
যাঁর ছোঁয়া ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে, চারিদিকে ।
সহ্য হয় না খ্রিষ্ট পাদ্রি পাণ্ডাদের,
যেমনি হয় না আজকের পৃথিবীর অনেক দেশে ।

হাইপেশিয়াকে ছিন্ন ভিন্ন করে মারা হয় প্রকাশ্যে রাস্তায়
বিজ্ঞানচর্চা ও নারী হওয়ার জন্যে ।

বিজ্ঞানের ইতিহাস এমনই রক্তাক্ত ইতিহাস
অথচ তার সুফল, ফসল ভোগ করে সবাই ।

ক্ষুদ্র ক্ষণজন্ম উৎসর্গিত হয় সভ্যতার মিছিলে
জয়তু হাইপেশিয়া; জয়তু বিজ্ঞান ।

১৩.১২.২০১৭
স্টকহোম ।

মান-অভিমান

১.
নিবিড় প্রেমের প্রাণঢালা কথায়
দুজনার মায়াবী চোখে চোখ রেখে
দু'চোখ মিলে একাকার হয়,
চোখেরা চোখের সাথে ঝলকিত-মায়াবিত হয়
যেন হারিয়ে যায় আকাশ-গঙ্গার তারার মেলায়,
কসমিক নৃত্যে মিলিত হয় নব-তারারা
তেমনি আজ প্রেমময় অপরূপ সুদিন
অনুভূতির আকাশে ভালোবাসার টর্নেডো ।

২.
খণ্ড খণ্ড আবেগে-আবেশে রক্তাক্ত হয় হৃদয়
দুজন ফারাক হয় ক্ষণিকের তরে
কেউ কারও সাথে কথা বলে না,
নীরব, নিরস বসে থাকে ঝিলের পাড়ে
দুজন দুদিকে
চেয়ে থাকে সবুজের গভীর অরণ্যে,
আর একঝাঁক বালিহাঁসের দিকে
যখন তারা উড়ে যায় দিগন্তের ওপাশে,
শুনতে পায় ঝিলের ডাহুক পাখির বিরহ গীতি
নিরাশার পাখিও সবশেষে উড়ে যায় নীড়ের সন্ধানে ।

৩.
আকাশের কালো মেঘেরা হাওয়ায় ভেসে যায়
হঠাৎ ঝপঝপ বৃষ্টি নামে
সংবিৎ ফিরে পায় প্রেমময় যুগলেরা,
দমকা হাওয়া আর বৃষ্টিজল মান-অভিমান ধুয়ে দেয়
আবার তারা আবদ্ধ হয়

একে অপরের বাহুবন্ধনে,
নরম তুলতুলে ঠোঁটের মিলন হয়
দু'চোখের গভীরতায় ডুবে গিয়ে,
আবার তারা অর্থ খুঁজে পায়
মান-অভিমানময় নশ্বর জীবনে ।

৩০.১০.২০১৭

তানিয়া

কাঠমান্ডু এয়ারপোর্ট,
কলকাতায় পাড়ি দেব আজ...
কত কিসিমের লোকজন আসে আর যায়
কেউ সাদা, কেউ কালো বা শংকর
কত শব্দ, কত ভাষা চারদিকে শোনা যায়
তাদের আমি চিনি না, জানি না,
হঠাৎ দেখি বাংলায় কথা বলে
নাম না জানা কেউ,
কত কথা বলে যায় সে
জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত,
পরিবারের অসাম্য,
সমাজের করুণ চাহনি,
ধর্মের চোখ রাঙানি,
সবকিছুকে অবজ্ঞা করে
পণ করে সে 'তানিয়া'কে করবে বিয়ে
চুপিচুপি চুপিসারে,
করবে কোর্ট ম্যারেজ
প্রেমের স্বীকৃতি পায় না বলে...
বলে তার নিকট বন্ধু রফিককে
টেলিফোনে বাংলাদেশে,
দেশে এলেই যেন গোপনে
তড়িঘড়ি করে শুভ বিবাহের কাজটি করা হয়
সে মোতাবেক রফিক যেন সব ঠিকঠাক করে রাখে...
আমি তার পাশে দাঁড়ানো
শুনতে পাই
তার গলার বিদ্রোহের স্বর
প্রেমের অধিকারের...
কোনো লোক পাছে আছে কি না

আঁচ করতে পারে না সে...
সেদিকে তার নাইকো খেয়াল
কে কার খেয়াল রাখে এ পৃথিবীতে
সে হারিয়ে যায় তার গন্তব্যে
আমি হারিয়ে যাই আমার গন্তব্যে
মনে মনে বলি
'তানিয়া'
শুভ হোক
তোমাদের
শুভ ভালোবাসার জীবন।

১২.০২.২০১৮

নিঃসঙ্গ বকপাখিটি

লেকের পাড়ে ঝোপের আঁচলে
একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে বকপাখিটি,
কিসের ধ্যানে, কিসের অপেক্ষায়,
সে কি শিকারের একাগ্রতায়,
নাকি বিষণ্নতায়?
কী করেছে তাকে এমন উদাস?
পাখিটি মাছ শিকারে একটুও ব্যস্ত নয়,
নয় পানিতে মাছেদের আনাগোনায়...
সে তার উল্টো দিকে একা, ভীষণ একা
ঝোপের দিকে চেয়ে আছে
কিসের সন্ধানে?

১২.০২.২০১৮

সম্পর্কের খেলা

শুরু হয় বা হয়েছিল
তা আবার নিঃশেষ হয় ।
হতে পারে জীবনের সম্পর্ক
প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক
পরিবার, সমাজের সম্পর্ক
হতে পারে প্রকৃতির যেকোনো সম্পর্ক
নদ-নদী, সাগর-মহাসাগরের সম্পর্ক
এক মহাদেশের সাথে অন্য মহাদেশের সম্পর্ক
উপগ্রহের সাথে গ্রহের সম্পর্ক
গ্রহের সাথে নক্ষত্রের সম্পর্ক
এক গ্যালাক্সির সাথে অন্য গ্যালাক্সির সম্পর্ক ।
শুরু হয় বা হয়েছিল একদিন সবকিছুর
সময়ের তালে আবার তা একদিন শেষ হয়ে যায় ।
এটাই বস্তু
এটাই প্রকৃতি
এটাই অনন্তের মাঝে মহাবিশ্ব
সময়ের অবিরাম মহাস্রোতে এ খেলা শুধু চলতে থাকে ।

২৪.০৪.২০২০

ভালোবাসাবাসি

ভালোবাসি, আবার বাসি না,
ভালোবাসার অপর পিঠেই কি
কুয়াশার মতো জমে থাকে ঘৃণা?
ভালোবাসা আর ঘৃণা আছে
বলেই জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত অনুমেয় ।
জীবন বয়ে যায়, ভালোবাসায়-ঘৃণায়

জীবন গাঙের জোয়ার-ভাটায় ।

২৬.১২.২০১৭

ভালোবাসার ভেলা

জীবনের ভেলা ভাসছে
মাঝ দরিয়ায়, ভালোবাসার জন্য

ভাসতে ভাসতে
ভালোবাসা হয়েও আর হলো না ।
ভালোবাসাগুলো ভেঙে যায়
দরিয়ার ঢেউয়ের মতো... ।

কুহু কণ্ঠে প্রেমগীতে মাতোয়ারা বসন্তের কোকিল
বুনোহাঁস ভালোবাসায় করে মাতামাতি
বক-শালিকেরা গলা উঁচিয়ে কিচকিচ
করে বলে যায়
ভালোবাসো, যত পারো
প্রাণ দিয়ে, অন্তর দিয়ে,
কিন্তু
মানুষের ভালোবাসারা
নিটোল আকুতির কথা মানে না
বরং জীবন দরিয়ার অনন্ত ঢেউয়ে
জনমের মতো হারিয়ে যায়...

১১.১২.২০১৬

ভালোবাসা কারে কয়

প্রেম-পিরিতি, ভালোবাসা?
আবেগ আর অনুভূতির খেলা।
গতানুগতিক প্রেম
ট্র্যাডেশিনাল ব্যাপার-স্যাপার,
আজন্ম শেখানো হয়
এটা করবে না, ওটা করবে না;
এটা করা পাপ, ওটা করা অন্যায়,
এভাবে চলবে, ওভাবে চলবে;
এভাবে কথা বলবে, গুরুজনের সামনে নত হবে
বয়স হলে ছেলেমেয়ের
বিয়ে দিতে হবে...
শেখায় এসব আমাদের
'পরিবার' নামের সূতিকাগার।

গতানুগতিক প্রেম-পিরিতি
আছে যেমন মানুষের মাঝে
তেমনি আছে,
মাছ, বনের পশুপাখিদের জগতে,
এপিজেনেটিক্স, জিনতত্ত্ব
জানান দেয়
পশুপাখি, মাছ, কীটপতঙ্গের মাঝে আছে প্রেম-সমপ্রেমের প্রভাব,
তেমনি প্রেম ও সমপ্রেম আছে–
মানুষ নামের সব গোত্র ও বর্ণের মাঝে।

১৯.১২.২০১৬

হঠাৎ দেখা

(১২ মে ২০১৭, স্মরণে)

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখা হয় পথে
চেয়ে চেয়ে দেখাদেখি-চোখাচোখি হয়,
অব্যক্ত মনের তীব্রতা উপচে পড়ে
কথা বলার, একটু ছুঁয়ে দেখার জন্য।
হৃদয় বিনিময় শুরু হয় দুজনের;
ভাবের মাত্রা উপচে পড়ে,
যেন কালবৈশাখীর তাণ্ডব ঝড়।
ভালো লাগে তার সোনালি চুল,
অপলক চেয়ে থাকা হরিণীর মায়াবী চোখ।
গভীর চাহনি তার বিবশ করে আমাকে
গোল গোল চোখ ভাবের এক অপার আনন্দে ভাসায়,
ভাসি আর ডুবি আমি যেন কচুরিপানা
যেন একটি সদ্য বালিহাঁসের ছানা।
অমোচনীয় কালিতে সেদিন ছিল
স্মৃতির জগতে এঁকে দেওয়া
আঁকাবাঁকা জীবনের এক ভিন্ন প্রহর
যেন এক সোনালি আভাময় ভোরের সকাল,
ক্ষুদ্র জীবনে এক নতুন আশাময় প্রেমের আবির্ভাব।

১২.০৫.২০১৭

খোঁজে মরা

চূড়ান্ত অর্থে
আনন্দ নেই বলে আনন্দ খোঁজা
সুখ নেই বলে সুখ খোঁজা
প্রেম নেই বলে প্রেম খোঁজা
ভালোবাসা নেই বলে ভালোবাসা খোঁজা
সম্পর্করা এই আছে তো একটু পর নেই
জৈবিকতার দাহ আছে বলে প্রেমের সম্পর্ক খোঁজা
মানবিকতা নেই বলে মানবাধিকার খোঁজা
আকাশের তারা দেখা, পাই না বলে তা খোঁজা
পরমতা নেই বলে ঈশ্বর খোঁজা
শেষতক কিছু নেই বলে শুধু খুঁজে খুঁজে মরা।
মাথার চিন্তার অণু-পরমাণু আর ডিএনএর
কাজই হলো খুঁজে যাওয়া
এবং
অনন্ত অস্তিত্বে বিলীন হওয়া।

০১.০৪.২০১৯

সভ্যতা এবং আদিমতা

সভ্যতা খুঁজে ফিরি আমি
সময়ের আঁকাবাঁকা পথে পথে,
সব পথের মিলনমেলায় দেখা মিলে
শুধু মানুষের মরা লাশ আর লাশ,
রক্তের লাল বন্য সভ্যতা...
সেই বন্যায় ভেসে ওঠে চতুর কিছু মানুষের
বানানো নিখুঁত শব্দ 'সভ্যতা'...

কোথায় আছে বলো সভ্যতা?
'সভ্যতা' শব্দ তো একটি বানানো সংজ্ঞা
এর ওজন পৃথিবীর আট শ কোটি প্রাণের সমান,
যার দাম শোধ হয় মৃত্যু আর রক্ত দিয়ে
তার ওপরে খচিত হয় সভ্যতা।

সভ্যতা ও আদিমতার লড়াই চিরন্তন,
হাতে হাত ধরে চলে তারা
প্রতিদিন, নিয়ত মানুষের বেঁচে থাকার প্রাণের লড়াই
লড়াই তার যুদ্ধবাজ সব দানবের সাথে,
লড়াই সব ধর্মীয় উপাখ্যানের সাথে
লড়াই প্রতিনিয়ত চলে এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতির সাথে,
লড়াই চলে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার সাথে
লড়াই চলে তার এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণের মাঝে,
লড়াই চলে তার সকল নামধারী তন্ত্র, মন্ত্র, সামন্ত-সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র-পুঁজিবাদের সাথে
লড়াই চলে তার সকল তন্ত্রের রাজনীতিবিদের সাথে
শেষতক লড়াই চলে তার চিরন্তন এক প্রযুক্তি থেকে অন্য প্রযুক্তির সাথে,
সভ্যতা ও আদিমতার লড়াই তাই চিরকালীন
যা চলবে অনাগত সীমাহীন ভবিষ্যতের পানে।

২৯.১১.২০১৭
গ্রন ক্যানারিয়া

প্রকৃতির বিভিন্নতা

বনবাদাড়ে ঘুরেছি আমি
দেখেছি অজস্র গাছ-লতাপাতাদের রংবেরঙের বাহারিপনা,
বহুরূপিতা দেখেছি সেখানে অনেক প্রজাতির পশুপালের
কেউ সাদা, কেউ কালো তারা,
কেউবা বাদামি, খয়েরি রঙের ।
পাখিদের রাজত্বে গিয়েছি আমি
সেখানেও দেখেছি তাদের বিভিন্নতা ।
পুকুর, নদী, সাগরতলেও দেখা যায়
কত রংচঙা রঙের মাছেদের মিলনমেলা ।
নদী, সাগর ও মহাসাগরের কত বহু রূপ,
এক দেশের সমতলীয় প্রকৃতি রূপ
অন্য দেশে তা আবার গিরি সরুপথ ।
এক দেশ পাথর আর পাথরের কণায় গঠিত
অন্য দেশ গঠিত খাঁ খাঁ বালুর কণার মরুভূমিতে...
গ্রহ-উপগ্রহ ও মহাকাশের তারাপুঞ্জেরা
বিভিন্ন রূপের কণায় গঠিত ।
সূক্ষ্মতম অন্তর্দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়
মানুষ নামের প্রজাতির ভেতরেও
ঠিক একই রকম সবকিছুর বিভিন্নতা,
কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউবা বাদামি রঙের
অন্য প্রজাতির মুখের ভাষা বিকশিত হয়নি
হয়েছে মানুষ নামের প্রজাতির
সেই মনুষ্য নামের প্রজাতিটি
জয় করেছে তাই প্রকৃতিকে
অন্য সব প্রজাতিকে ধ্বংস করে ।
মনুষ্যজাতি মনে করে করেছি সবকিছুর জয়
আসলে কি শেষতক করেছে কোনো কিছু জয়?
হয়তো হ্যাঁ বা না!

নিজেদের সাথে নিজেরা হত্যা, খুন, যুদ্ধ করে
চলেছে অনবরত,
প্রতিনিয়ত নিজের প্রজাতির ওপর
অন্য সব প্রজাতির ওপর,
সাদা করে কালোদের ওপর
বাদামি করে নৃগোষ্ঠী, সনাতন ধর্মের ওপর
আব্রাহামিক ধর্মের বিশ্বাসীরা
করেছে তা গত দুহাজার বছর ধরে ।
এবার দেখার পালা হবে
বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসীদের ।
যা-ই বলা হোক না কেন
সূর্য ও বিবর্তনের কারণে
দেখা যায় প্রকৃতির বিভিন্নতা ।

১৫.১২.২০১৬

ইতিবাচক, নেতিবাচক

সবই আবেগ, অনুভূতির খেলা
খেলা চলে প্রেম-ভালোবাসায়
প্রাপ্তিতে পায় মানুষ সুখানুভূতি
অপ্রাপ্তিতে পায় দুখানুভূতি ।
জীবন বয়ে চলে জীবনের ভেলায়
জন্ম থেকে মৃত্যু
মাঝখানে শুধু আকুল আকুতি
বেঁচে থাকার আজন্ম এক কুহেলিকা, প্রহেলিকা
বয়ে চলে ফল্গুধারার মতো হিংসা, দ্বেষ-বিদ্বেষ
গোত্রে-গোত্রে, জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে
মানুষের শত্রু মানুষ
শত্রুতা শুধু বয়ে যায় জন্ম থেকে জন্মান্তরে
ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের
সাহিত্য-সংস্কৃতি, গদ্য-পদ্যে লেখা হয় আবেগের অনুভূতির চাষ
যেখানেই যাক না কেন মানুষ
আজন্ম লালিত-পালিত মানুষ বাঁচে নেতিবাচক-ইতিবাচকে,
ইতিবাচক-নেতিবাচক হাতে হাত ধরাধরি,
সবকিছুর গভীরে তাই খেলা চলে নেতিবাচক-ইতিবাচকের ।

১৭.২৭.২০১৭

যুদ্ধ ও শান্তি

প্রাণের উৎপত্তি, শুধু বেঁচে থাকা ।
মরে যায় বলেই কি বেঁচে থাকার এত প্রেরণা?
বেঁচে থাকা মানে প্রতিদিন অন্ন, জৈবিকতা আর ঘুমানো
গণ্ডগোলের যত শুরু এখানেই,
বিবাদ, কামড়াকামড়ি, হানাহানি, যুদ্ধ এবং ধ্বংস
শুরু হয় ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, পরিবারে-পরিবারে,
গোত্রে-গোত্রে, সমাজে-সমাজে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে
সময়ের তালে যে রাষ্ট্র যত প্রযুক্তিতে এগিয়েছে,
তত বেশি শাসন-শোষণ করেছে সে নিজের ঘরে, পরের ঘরে
কেড়েছে প্রাণ, জীবন, নদী, সাগর, বনবাদাড় এবং সব সভ্যতা
বিবর্তনের ইতিহাস সেটাই সাক্ষী হয়,
মানুষ নামের প্রজাতির
এক সর্বনাশা আগ্রাসী ভাব,
প্রজাতিটির বুদ্ধিমত্তা, কথা বলার শক্তি অনন্য করছে তাকে অন্য সব
প্রজাতি থেকে...
মনে করে আমিই সেরা, আমরাই সেরা জীব
মানুষ নামের প্রজাতি যে জিন-হরমোন নিয়ে গঠিত
তার সব কণা, অণু-পরমাণু মহাবিশ্বের সব কণার যোগফল,
এটার মূল কথাই হলো ধ্বংস, বিনাশ হওয়া আর গড়া...
হওয়া আর গড়াতে কে বাঁচল, মরল,
কিচ্ছু আসে যায় না তার ।
চূড়ান্ত অর্থে এর কোনো লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্যও নেই,
কস্মিনকালে তাই কোনো শান্তিও নেই
এবং
যুদ্ধেরও কোনো শেষ নেই
যা কালান্তের একটি চলমান ধারা
যত দিন মানুষের অস্তিত্ব আছে ধরণিতে ।

১৮.১১.২০১৬

অনর্থকতা ও অর্থকতা

জন্ম না নিলেও হতো
অগণিত শুক্রাণু-ডিম্বাণুর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা হয়
কে জিতবে, কে হারবে এ খেলায়?
সব হেরে গিয়ে শেষতক একটিই জয়ী হয়,
অথবা দুই বা ততোধিক যা ব্যতিক্রম,
মানব ভ্রূণের নিষেক ঘটে ৪৬টি ক্রোমোজোমে
মেয়ে না ছেলে হবে?
এক্স এক্স ক্রোমোজোম হলে মেয়ে, এক্স ওয়াই হলে ছেলে।
কী হলে কী হতে পারত
সেসব চিন্তা করা নিরর্থকতা,
জন্মের পর জীবন নির্ধারিত হয়ে যায় কে আমি
কার ঘরে জন্ম নিয়েছি! কোন দেশে জন্ম নিয়েছি?
গরিব ঘরে জন্ম নিলে হই আমি শোষিত শ্রেণি,
জন্মই যেন আমার আজন্ম পাপ-পুণ্য-ঘৃণার সিলমোহর।
ধনীর ঘরে জন্ম হলে হই আলালের ঘরের দুলাল
পুষ্পিত হয় আমার জীবন,
সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের হই অধিপতি, সমাজপতি,
রাষ্ট্র, পৃথিবীটা হয় আমার।
জন্মের ঋণ বয়ে চলে আজীবন
জন্মই যেন আজীবনের ব্যথা, বেদনা
শোক-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা বয়ে বেড়ানো।
জীবজন্তু, সাগর-মহাসাগর,
আকাশ-মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহ, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র
সবকিছুর শেষ পরিণতি হয় মৃত্যু।
চূড়ান্ত অর্থে তাই সবকিছুর মানেই অনর্থকতা, নিরর্থকতা
জন্ম থেকে মৃত্যু, বেঁচে থাকাই হচ্ছে ক্ষণিকের অর্থকতা...

১৮.০১.২০১৭

মধুগড়ের প্রেম

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে
নরম, কোমল মধুময় প্রেমময় স্বপ্নজাগরণে
আহা, এত দ্রুত শেষ হয়ে যায় কেন এমন স্বপ্নেরা?
দীর্ঘতম হয় না কেন তারা?
স্বপ্নের মাঝে আরেকটু প্রেমের তরিতে ভেলা ভাসাইয়া প্রেম-রং, রঙ্গ খেলা যেত,
আবেগময় সুখানুভূতির সুখকর প্রেমানুভূতি জাগিয়ে রাখা যেত।
স্বপ্নঘোর বাস্তবিক হতো যদি
জীবনপথ কত না মধুগড়ের মধুপ্রেমময় হতো–
প্রেমরা আসলে প্রাণানুভূতির এক লহমা
প্রেমের পিঠে হিংসা-ঘৃণা আমৃত্যু,
প্রেমের অনুভূতির বোঝা, কষ্ট ও দুঃখানুভূতি
বয়ে যেতে হয় আজীবন, যা চিরকালীন।

০৩.১১.২০১৬

অসময়

তরতরিয়ে সময় বয়ে যায়
২০১৬ সাল সময়ের অতলান্ত
গর্ভে হারিয়ে গেছে গতকাল ।
বলা হয় 'সময় ও ঢেউ'
কারও জন্য বসে থাকে না...
আসলে সময় বলতে কি
কিছু আছে?
নেই...
নিজেদের জীবনের তাগিদে মানুষেরা
বানিয়েছে দিন-রাতকে হিসাব করার জন্য...
সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবী যখন তার অক্ষপথে
আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে ঘুরে
তার পৃষ্ঠদেশে তখন আলো-ছায়া তৈরি হয়
যাকে বলা হয় দিন বা রাত...
যাকে বলে মানুষ সূর্য ওঠে এবং ডুবে
আসলে সূর্য উঠেও না বা ডুবেও না...
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিসাব হলো
দিন, মাস ও বছর গোনা...
গুনে গুনে একদিন অসময়ের মহাকালের
অন্ধকার অনন্ত গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ।

০১.০১.২০১৭

সক্রেটিস থেকে হারারি

'নিজেকে জানো' থেকে '২১ প্রশ্ন ও ২১ শতক'
একজন হলেন সক্রেটিস, অন্যজন হারারি ।
একজনের জন্ম প্রাচীন গ্রিসে,
অন্যজনের, ইজরাইলে, ১৯৭৬ সালে ।
সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞানের জনক বলা হয় সক্রেটিসকে ।
তাঁর সে-ই অমর উক্তি :
'নিজেকে জানো',
'প্রশ্ন করো, কী ও কেন দিয়ে',
আমি, আমরা– কে, কোত্থেকে এলাম?
সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র কী?
এমন জ্ঞানীর কথা গ্রাম থেকে গ্রামে–
শহর থেকে শহরে–
এক দেশ থেকে অন্য দেশে–
তথা পুরো জগতে ছড়িয়ে পড়ে
জ্ঞানের তপসী মহাজ্ঞানী হিসেবে ।
শেষতক জীবন বলি দিতে হয় তাঁকে,
মেরে ফেলা হয় হেমলক বিষ পানে ।

মানবজাতি স্মরণ করে সক্রেটিসকে
অথচ তাঁর সমকামিতা নিয়ে–
তেমন একটা আলোচনা করে না কেউ-ই ।
কেন করে না, সেটা এক বড় প্রশ্ন?

এদিকে মাত্র ৪৭ বছরেই য়ুভাল নোয়া হারারি
লিখেছেন সেপিয়েন্স, হোমো ডেউস
এবং ২১ প্রশ্ন ও ২১ শতক ।
যশ-খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায় তাঁকে পৃথিবীতে ।

পুরো মানবজাতির অস্তিত্বের কথা লিখেছেন হারারি
মানবজাতি এগিয়ে যাচ্ছে কোথায়?
পরিণতি কী হতে যাচ্ছে গোটা পৃথিবীর?
বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার,
বিজ্ঞানের দার্শনিক, ইতিহাসবিধরা
তাঁকে নিয়ে বিবৃতি এবং জ্ঞানের আলো
ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিশ্বের এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে...
প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় মানুষ তা দেখছে, শুনছে।

আজকের যুগে সক্রেটিসের উত্তরসূরী হারারি
নিপুণ শিক্ষকতা করে বেড়াচ্ছেন বিশ্বজুড়ে।
তবে হারারি বুক উঁচু করে বলে বেড়ান–
নিজের সমকামী জীবনের কথা, প্রেমের কথা, জিনের কথা,
সকল প্রজাতির উৎপত্তি, বেঁচে থাকার কথা
সকল প্রজাতির অস্তিত্বের কথা...
মানুষই মানুষের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের হুমকি
এবং
রবোটিক ও আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের
সাথে এক চলমান যুদ্ধের সামিল হতে যাচ্ছে
মানুষ নামের হিংস্র প্রাণীটি।

২৪.১১.২০১৮

মুক্তি চাই

মুক্তি চাই আমি
মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি।
জীবনপথের সকল গ্লানির
সকল ক্লেদাক্ত জড়তার
সকল সংকীর্ণতার মুক্তি চাই আমি,
মুক্তি চাই শরীরের সকল বিষাক্ত নিশ্বাসের
শ্বাপদসংকুল কুৎসিত কুলসিত মগজের
পশ্চাৎপদ নষ্টামো ভণ্ডামো মনমানসিকতার,
রাজনীতির নামে বর্বর, অসভ্য, ভণ্ডদের থেকে
সকল অশুভ, অসুন্দর থেকে মুক্তি চাই আমি,
মুক্তি আর মিলে না, জীবন শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে বয়ে যায়,
চিন্তার মহাকাশে ভেসে যাই আমি
যার কোনো কূলকিনারা নেই,
এক খড়কুটা হয়ে ভাসি শুধু আমি
চিন্তারা আমাকে আজীবন প্রশ্ন করতে শেখায়
কী ও এবং কেন দিয়ে
যার কারণে হয়েছি আমি একা
পাশে কেউ নেই যেন আমার
প্রশ্ন তুললেই সমাজ ও রাষ্ট্র বলে আমি নাকি বেয়াদব, কাফের, নাস্তিক
কোনো কিছু সহজে মানি না আমি তাদের
পণ করেছি নিজের সাথে
জেনে-শুনে করেছি বিষপান
হয়েছি তাই একা
একা একা পাড়ি দেব জীবনপথ
আপস করব না মরণকাল
তারপরও সুন্দর ও শুভের তরে,
নির্মল ভোরের আলোর মুক্তি চাই আমি।

০৮.০১.২০১৭

হিংস্রতায় ভরপুর

প্রকৃতির দিকে দিকে
দেখা যায় সবখানে বিশাল হিংস্রতায় ভরপুর
আকাশে-বাতাসে দেখা যায় ঘূর্ণিঝড়,
টর্নেডো-সাইক্লোন, হারিকেনের তাণ্ডব কারখানা
নিমেষে সাজানো বাড়িঘর, দালানকোঠা ভেঙে চুরমার, খানখান হয়
এখানে সেখানে পৃথিবীর সর্বত্র ভূমিকম্প, সুনামির ভয়ংকর তাণ্ডবলীলা হয়
এক লহমায় বিলীন হয়ে যায় গ্রাম-জনপদ,
স্বপ্নের স্বপ্নিল বানানো শহর ও সভ্যতা ।
শুধু কি তাই?
নদী-সাগরে মাছেদের রাজত্বে গেলে দেখা যায়
হাঙরের হিংস্রতায় অন্য সকল মাছ উধাও হয়
বনের বাঘ-সিংহ, হায়েনার ছোবলে
ছিন্নভিন্ন হয় মায়াবী হরিণীর দল
পাখিদের রাজত্বে শঙ্খচিল ও শকুনেরা
তাড়া করে খেয়ে ফেলে টিয়া-কবুতরের ছানা
বড় বেশি হিংস্রতায় ভরা
মানুষ নামের প্রজাতির মাঝে
বলে, করেছি প্রকৃতি জয়
আসলে, ঠিক উল্টো তার
অনবরত ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতির ওপর
বেশি ধ্বংস ও হিংস্রতা করেছে নিজের প্রজাতির ওপর
এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের
এক দেশের সাথে অন্য দেশের
এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের
এক মতবাদের সাথে অন্য মতবাদের
মুক্তমতের সাথে ধর্মান্ধমতের
মানবতাবাদীদের সাথে সকল বাদীদের
চলবে তা ততক্ষণ, যতক্ষণ মানুষের অস্তিত্ব আছে ধরণিতে

মানুষেরা নিজেদের যতই সভ্য-ভব্য বলুক না কেন?
প্রকৃতির নিয়ম এমনই
বিবর্তনবাদ সাক্ষী হয়, সূর্য খেলা খেলে ।
হিংস্রতার পাশাপাশি ভালোবাসা-মায়ার খেলা চলে
মরে যায় বলেই বেঁচে থাকার সর্বনাশী গ্রাস, এত প্রেরণা
জৈবিকতা আছে বলেই মায়া-ভালোবাসার এত মাখামাখি
শেষতক হিংস্রতার মাখামাখিতে ভরপুর জটিল, কুটিল প্রকৃতি ।

০৫.০১.২০১৭

ভুল আর শুদ্ধ

কে ভুল, কে শুদ্ধ
যুক্তি, ব্যাখ্যা দেবে কে?
দিলেও কি যুক্তি-ব্যাখ্যা, ভুল বা শুদ্ধের
পূর্ণতা পায়? পায় না,
ব্যক্তি স্থান, কাল, পাত্রভেদে সবাই ভিন্ন
এক মায়ের পেটের সাত সন্তান যেমন ভিন্ন ভিন্ন
পৃথিবীর আট শ কোটি মানুষও তেমন ভিন্ন ভিন্ন
আমার কাছে যেটা সত্য
অন্যের কাছে তাই সেটা মিথ্যা
এক দেশে যেটা সত্য
অন্য দেশে তা মিথ্যা
এক দেশের গণতন্ত্র
অন্য দেশে তা স্বৈরতন্ত্র
জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে
ভুল-শুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের
সময়ের বিচারে তাই নেই কোনো শুদ্ধতা
আজ যা পাপ
কাল তা পুণ্য,
একজনের কাছে লালন ফকির পাপ
অন্যজনের কাছে পুণ্য
লালন বলে যায়
পাপ-পুণ্যের বিচার
কে বা শুধায়,
আজ যা অজ্ঞতা
কাল তা জ্ঞানতা
কালের বিচারে
তাই বিবর্তনবিদ্যা
ও বিজ্ঞানের ইতিহাস
জানা ও পড়া
অনেকটা শুদ্ধতা ।

১০.১২.২০১৬

তাণ্ডবলীলা ও হিংস্রতা

হেঁটে হেঁটে বসে পড়ি সাগরপাড়ে বালুর কিনারায়
ঢেউয়ের ছলাৎছলাৎ শব্দে বিমোহিত হই আমি,
হারিয়ে যাই অজানায়,
দৃষ্টি চলে যায় সাগরের দূরদিগন্তে,
গোধূলিমাখা সূর্যের ডুবুডুবু প্রান্তিক খেলা
চিন্তারা ভেসে যায় ঢেউয়ের অনন্ততায়
কোমল এক নরম সুর বেজে ওঠে মনে
গেয়ে উঠি নিজ মনে হেমন্তের গাওয়া গান
‘ও নদীরে একটি কথা সুধাই শুধু তোমারে
বলো, কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ?’
ল্যাম্পপোস্টের ওপর বন্য কবুতর
কুককু-রু সুরের বাণী দিয়ে যায় সারাক্ষণ
পতপত করে উড়ে যায় একঝাঁক গাঙচিল পাখি জীবনের সন্ধানে
ঢেউয়ের মাতম খেলা দেখে চলে জাহাজের যাত্রীরা
ছন্দের তালে তালে নাচানাচি করে ডলফিন মাছেরা
আনাগোনা, ছোটাছুটি চলে হিংস্র হাঙরের এদিক-ওদিক
বন্য তালগাছ, জারুল, ফণিমনসরা সাগরপাড়ে
বোবা-চোখে চেয়ে থাকে নাম না জানা প্রেমের লেনাদেনা ।
বিশাল সাগর, পাহাড় কালের নীরব সাক্ষী থাকে
ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলা আর হিংস্রতার ।

০৪.০২.২০১৭

ব্যথার সাথে বসবাস

শরীরে খুব ব্যথার সাথে প্রতিদিন বসবাস আমার
মনের ব্যথারা হাজার গুণ আরও বেশি ভারী
মনের ব্যথারা বুকে আঘাত করে বেশি আমার
মাথার বিলিয়ন বিলিয়ন
আঁকাবাঁকা নার্ভের রন্ধ্রে রন্ধ্রে...
নার্ভরা প্রতি মুহূর্তে, প্রতিক্ষণে
চিৎকার করে জেলখানার টর্চার সেলের কয়েদির মতো,
পাগলাটে হয়ে বলে এক পেয়ালা বিষ দাও আমাকে
বিষ এক অমৃত সুধা এখন আমার কাছে
যেন হুইস্কি, ভদকার স্বাদ
কুখ্যাত যন্ত্রণারা টের পাবে তখন
না পেয়ে আমাকে,
শোকে কাতর হবে আমার জন্য
যন্ত্রণার সাগরে আমাকে আর
টর্চার করতে পারবে না বলে...
মরণের এক পরম সুখ-আনন্দ পাব আমি ততক্ষণে
মহাকালের অসময়ের স্রোতে
বিলীন হব,
অবিরাম ভাসতে থাকব ঝড়, বালুকণা, গ্যাস হয়ে ।

১৩.১২.২০১৬

দূরত্ব

মনে মনে তোমাকে চাই
এখন থাকতে যদি আমার পাশে
জড়াইয়া ধরে টেনে নিতাম
বুকের ভেতর যতন করে,
নরম আলতো করে চুমু খেতাম
ঠোঁটের সাথে দু'ঠোঁটের, দু'মুখের
মধুর মতো মধুময় চাটাচাটি করতাম
মিষ্টি-টক পেয়ারা-আতাফলের স্বাদ নিতাম,
খোঁপায় গেঁথে দিতাম তোমায় তাজা গোলাপ ফুল
গলায় পরে দিতাম বকুল ফুলের মালা
গোলাপ আর বকুলের সুমিষ্ট গন্ধে
আরও তীব্র করে কাছে পেতে চাইতাম তোমাকে,
কামনা-বাসনা জেগে উঠলে
জড়াইয়া ধরে কানে কানে বলতাম চলো,
ভরা চাঁদনি রাতের মায়াবী সাগরপাড়ে যাই আজ
সাগরের কলকল, ছলছল সুরে জলের মাঝে শেষতক
দুজন দুজনের এক হতাম
হঠাৎ নীল আনন্দের মাঝে সুনামির
তাণ্ডবলীলায় হারিয়ে যেতাম
প্রেমের তরিতে অজানার উদ্দেশে...

১৭.০২.২০১৭

হঠাৎ চমকে যাওয়া

হঠাৎ চমকে গিয়েছিল সবাই আমার আগমনে
কেউ চিৎকার দিয়ে উল্লাসে হেসেছে
কেউবা আবার চোখের জল ফেলেছে
সুখের জোয়ারে ।
আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির খেলা চলে জীবনে
কেউ হাসে, কেউবা কাঁদে
জীবনের বুঝি এই খেলা চলে নিরন্তর
কেউ হারে, কেউবা জেতে
অপ্রাপ্তির সংসারে ।
একদিন ছিলাম না আমি
এখন আছি, একটু পর থাকব না,
থাকে না কেউ চিরকাল ।
জগৎ-সংসারের এই খেলা চলে নিরবধি...
ভালো থেকো সবাই যার যার শরীর, মন ও মননে
ভালো থেকো নিজের সংসারে, নিজের জগতে,
জীবন গাঙের নৌকায় ।

০১.০২.২০১৯

স্বপ্ন দেখা

হন্যে হয়ে ঘর খুঁজি আমি ঠিকানার জন্য
ঘাটে ঘাটে, পৃথিবীর পথে পথে
যেখানেই যাই স্বপ্নিল স্বপ্ন দেখি ঘর বাঁধব
ঘর বাঁধা হয় না আর, শুধু ভেঙে যায়
কালবৈশাখীর মতো তছনছ হয়ে যায়
লন্ডভন্ড হয়ে যায় জীবনের সাজানো চিন্তা
স্বপ্ন দেখি আবারও, বারবার
স্বপ্নরা শুধু অধরাই থাকে
থাকুক, কী আসে যায় তাতে?
স্বপ্ন রচনা মানেই তো জীবনের মানে খোঁজা
স্বপ্নরা যত বড় হয়,
জীবনের চিন্তার পরিধিও তত বড় হয়
যেন এক নীল সোনালি আকাশ-মহাকাশ
স্বপ্নরা আছে বলেই তো জীবন বাঁচে
বেঁচে থাকার অপর নামই তাই স্বপ্ন দেখা...

০৩.০৪.২০১৭
লাউডারডেল, ফ্লোরিডা

শত্রুতা ও ঘৃণাবোধ

নিজেই যেন আমি আমার শত্রু
নিজের সাথে শত্রুতা চলে আমার সারাক্ষণ, প্রতিক্ষণ
শত্রুতা চলে নিজের কূলহীন চিন্তার সাথে
শত্রুতা চলে নিজের অভিজ্ঞতার সাথে
শত্রুতা চলে নিজের আপনজনের সাথে
শত্রুতা চলে আশপাশে নিজের বন্ধুবান্ধবের সাথে ।

চিন্তার সাথে জীবনের হিসাব মেলে না যেন আর
হিসাব মেলে না কারও সাথে,
চারপাশে অঙ্গীভূত, ঘনীভূত আছে, ছিল যারা আমার
শত্রুতা চলে আমার তাদের সাথে ।

শত্রুতা চলে খুব ভালোবেসেছিলাম একদিন যাকে
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে পৃথিবীর পথে পথে
এশিয়া থেকে ইউরোপ
আফ্রিকা থেকে উত্তর আমেরিকা,
অস্ট্রেলিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকা–

সবাই যেন সবার শত্রু
ঘৃণার বাণ বয়ে যায় আজীবন
এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণের
এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের
এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতির
এক জাত থেকে অন্য জাতের সাথে ।

শত্রুতা আর ঘৃণাবোধই যেন মানুষের নিয়তি
কেবল মিত্রতার ভান করে যাওয়া ছাড়া
ভালোবাসার নামে হোক, যুদ্ধবিগ্রহের নামেই হোক
শত্রুতা আর ঘৃণাবোধ চলে অন্তহীন মানুষে মানুষে ।

০৫.১১.২০১৮

নতুন প্রযুক্তি আর সূর্যমামার কারসাজি

বিবর্তনবাদ, জ্যোতির্বিদ্যা
শরীরে, আরএনএ ও ডিএনএ নিয়ত প্রভাব
গ্যাসীয় অণু-পরমাণুর অন্তহীন তাণ্ডবখেলা চলে গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য, তারার মেলাতে
বিরাজমান যত কিছু আছে ধরণিতে, মহাবিশ্বে,
কণা, অণুকণা, পরমাণু সেসব মানুষ বহন করে তার শরীরে ।

অস্তিত্বের লড়াই চলে সারাক্ষণ
বেঁচে থাকতে চাই, তাগিদে, অতাগিদে
পাই না, দিই না বলে মানুষ মানুষের সাথে শত্রু বলে গণ্য হয়
জীবন ক্ষণশ্বর, দ্রুত মরে যায়,
অপ্রাপ্তির বিষাদের সুর ।
লোভ-লালসা, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অসাম্য, মানুষে মানুষে বিভেদ
মানুষের জিন, হরমোন ও বুদ্ধিমত্তা
মন-মননে, অস্তিত্বের সংকট সবখানে সদা বিরাজমান ।

পৃথিবীর সমাজব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে মানুষ
ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে
বেঁচে থাকার জন্য, অস্তিত্ব টিকে রাখার জন্য
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর জন্ম
অস্তিত্বের ওপর সব সময় হানাদার বাহিনী ‘নতুন প্রযুক্তি’
হানা দেয় সকল সময়ের দেবতা নামে ।

ভূমিকম্প, লাভা-জাভা, সুনামি, টর্নেডো
লন্ডভন্ড করে দেয় পৃথিবীর সব সাজানো বাগান,
কচুপাতার জীবন অনিশ্চয়তায় টলটলে টলায়মান
নতুন প্রযুক্তি, সূর্যমামারই যত্ত সব খেলা আর কারসাজি ।

০৫.১১.২০১৮